শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সঙ্গীতমালা

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রিয় সঙ্গীত সার)

শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

দক্ষিণেশ্বর বুক ষ্টল
কালীবাড়ী

সঙ্গীতমালা

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রিয় সঙ্গীত সার)

শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক সঙ্কলিত

দক্ষিণেশ্বর বুক ষ্টল
কালীবাড়ী

মূল্য বার আনা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায়
দক্ষিণেশ্বর বুক ষ্টল
কালীবাড়ী

প্রথম সংস্করণ
২৮শে আষাঢ়,
১৩৬২ সাল

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়
“গদাধর নিবাস”
দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৩৫

মুদ্রাকর
বিজয় কুমার মিত্র
কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শ্রদ্ধেয়৺ পিতৃদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র সর্ব্বজনবিদিত "রামলালদাদা" ঠাকুরের উপস্থিতকালে ঠাকুরের পছন্দমত যে সকল গান গাহিয়াছিলেন এবং ঠাকুর ও স্বামিজী স্বয়ং যে সকল গান গাহিয়াছিলেন সেই সকল গানকে নির্ভর করিয়া পুস্তকাকৃত এই সঙ্গীত মালায় প্রায় সকলই সন্নিবেশিত করা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে তাঁহারই অর্ঘ্যের স্বরূপ এই গানগুলি তাঁহাকেই অর্পণ করিলাম। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ৺ভবতারিণীকে জানাইয়াছিলেন যে তাঁহার ভাইপোকে তিনি যেন গান গাহিবার শক্তি প্রদান করেন। ইহার কয়েক দিন পরেই পূজ্যপাদ পিতৃদেবের গান গাহিবার অসাধারণ শক্তি হইয়াছিল। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন তাহাকে গান গাহিতে বলিয়াছিলেন। সত্যই সেদিন সেই সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনিতে ঠাকুর পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া পরমানন্দে শ্রীশ্রীমাকে ডাকিতে বলিলেন। তখন তিনি নহবৎখানায় যাইয়া শ্রীশ্রীমাকে লইয়া আসিলে, ঠাকুর বলিলেন, 'তোমায় কেন ডাকছি জানো?' তখন প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীমা মাথা নাড়িলে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—'ও গান গাইবে তুমি শুনবে।' ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বিস্ফারিত নেত্রে চমকিত হইয়া বলিলেন, 'সেকি ওর রা বেরোয় না, ও কি গান গাইবে।' শ্রীমার কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,

'ও সব কিছু ভেবুনি, মাকে জানিয়ে ওর গলা ঠিক হয়ে গেছে।' তৎপরে গান গাহিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, তখন তিনি 'জামাই নাই ভিখারী' ইত্যাদি গান গাহিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীশ্রীমাও চমকৃত হইলেন। সেই অবধি পূজ্যপাদ পিতৃদেব ঠাকুরের সহিত চৌদ্দ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া যে সকল গান গাহিয়াছিলেন প্রায় সকল গানই এই পুস্তকাকৃত সঙ্গীত মালা পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইল। আশা করি, যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে কাহারও কোন উপকার হয়, নিজেকে ধন্য মনে করিব ও আমার শ্রম সার্থক হইবে। ইতি

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীঠাকুর গাইতেন — পৃষ্ঠা

১।	নাচিছে রণ রঙ্গিণী	১
২।	তুমি দয়াময় পতিত পাবন	২
৩।	আমি মুক্তি দিতে কাতর নই	২
৪।	এক সতী বসতি করে এই ব্রজমণ্ডলে	৩
৫।	ভাবছেন সব ব্রজঙ্গনা ভয় পেয়ে অতি	৪
৬।	রণে নেমেছেরে কার বামা ও কে ও দেখতে যাবি	৪
৭।	চল ভাই ভার লয়ে যাই	৫
৮।	ও মন কালী বল না	৫
৯।	কেন এমন বেশে দয়াময়	৬
১০।	এখন যা কর হে ভগবান	৬
১১।	সুরগণ শরণাপন্ন শুন গো মা	৭
১২।	মন করোনা কাজে হেলা	৭
১৩।	একি অপরূপ ওহে বিশ্বরূপ	৮
১৪।	আপনাতে আপনি থেকো	৮
১৫।	আমি আছি মা তারিণী	৯
১৬।	আয় মা কি লাজের	৯
১৭।	কোন হিসাবে শিব	১০

১৮। মন তাঁরে ভাবরে ১০
১৯। ভবদারা ভয়হারা ১১
২০। যশোদা নাচাত ১২
২১। এ হাটে বিকাই স্থতো ১৪
২২। শ্যামের নাগাল ১৫
২৩। বিন্ধু বিলাসিনী ১৫
২৪। গা তোল, গা তোল ১৭
২৫। যাতে ক্ষীর শর ১৮
২৬। এসে ঠেকেছি ১৮
২৭। দেখবো সে তীর্থ ১৯
২৮। ধরনা ধরনা রথ ১৯
২৯। হেনাথ ব্রজে চল ২০
৩০। মন কেন মিছে ২১
৩১। ও যার মায়ের ২১
৩২। গিরি-গণেশ ২১
৩৩। গৌর প্রেমের ২২
৩৪। স্থখের বাসনা কর ২৩
৩৫। দেখ আসি ২৩
৩৬। বল দেখি ভাই ২৪
৩৭। আমি যার জন্যে ২৪
৩৮। কিছু ভাল তো ২৫

৩৯। দুর্গানাম জপ সদা ২৫

৪০। রাধার দশম দশা ২৬

৪১। চিনি না মা গৌর ২৭

৪২। হর হৃদিপরে ২৭

৪৩। চল গো চল গোষ্ঠে ২৮

৪৪। শঙ্কর উরে ২৯

৪৫। কখন ও কি রঙ্গে ২৯

৪৬। শ্যামা মা কি কল ৩০

৪৭। আমার গৌর নাচে ৩০

৪৮। গেলে অমূল্যধন ৩১

৪৯। শুনেছি সেই তারকব্রহ্ম ৩১

৫০। কেন জনক কন্যে ৩২

৫১। সীতাপতি রামচন্দ্র ৩৩

৫২। যা অনায়াসে হয় ৩৩

৫৩। ফুস ফুস ফুস ৩৪

৫৪। ও মা শঙ্করী ৩৪

৫৫। বাজবে গো মহেশ ৩৫

৫৬। যতনে হৃদয়ে রেখো ৩৫

৫৭। পড়িয়ে ভব সাগরে ৩৬

৫৮। সুরাপান করিনা ৩৬

৫৯। কে জানে কালী ৩৭

৬০। মন কি তত্ত্ব ৩৭

৬১। মা আমি কি আটাশে ৩৮
৬২। মা কি এমনি মায়ের ৩৯
৬৩। এবার আমি ভাল ৩৯
৬৪। শ্যামাধন কি সবাই ৪০
৬৫। আমায় তার তারিণী ৪০
৬৬। ডুব ডুব ডুব রূপ ৪১
৬৭। ভাব শ্রীকান্ত নবকান্ত ৪১
৬৮। গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি ৪১
৬৯। কে হরিবোল হরিবোল ৪২
৭০। আয় মন বেড়াতে ৪২
৭১। যাদের হরি বলিতে ৪৩
৭২। তারিতে হবে তারা ৪৩
৭৩। ভবে আসা খেলতে ৪৩
৭৪। দেখে এলাম এক নবীন ৪৪
৭৫। ভাবিলে ভাবের ৪৪
৭৬। তোদের ক্ষেপার হাট ৪৫
৭৭। হে নাথ রাম কি ৪৫
৭৮। বলরে শ্রীদুর্গা নাম ৪৬
৭৯। মনের কথা কইব ৪৯
৮০। কে নাচে সমরে ৪৯
৮১। শিবের তুল্য ৫০
৮২ মা দয়াময়ী ৫০

৮৩। রামের তুল্য পুত্র ৫১
৮৪। শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে ৫২
৮৫। জাগ মা কুলকুণ্ডলিণী ৫২
৮৬। কে জানে তোমার মায়া ৫৩
৮৭। যখন যেরূপে ৫৩
৮৮। ভাবছ কি মন ৫৪
৮৯। ব্রজের মাখন ৫৪
৯০। ওমা বড় বিপদ ৫৫
৯১। গো আনন্দময়ী হয়ে ৫৫
৯২। শ্রীদুর্গা নাম ভুল না ৫৬
৯৩। সদানন্দময়ী কালী ৫৬
৯৪। মজলো আমার ৫৭

রামলালদাদা (ভ্রাতুষ্পুত্র) গেয়েছিলেন

পৃষ্ঠা

৯৫। আমার কি এমন দিন ৫৭
৯৬। তুমি দয়াময় পতিত পাবন ৫৮
৯৭। একবার ডাক মন ৫৮
৯৮। হৃদি বৃন্দাবনে বাস ৫৯
৯৯। কেরে কাল কামিনী ৫৯
১০০। হরি কে জানে হে তব তত্ত্ব ৬০
১০১। হরিনাম লইতে অলস ৬১

১০২। নিমাই কোন প্রাণে আমায় ৬২
১০৩। পিতা গো আমায় ৬২
১০৪। ভেবে মরি কি সম্বন্ধ ৬৩
১০৫। অন্তে যেন ঐ চরণ ৬৪
১০৬। নব নীরদ বর্ণ ৬৪
১০৭। প্রেমিক লোকের স্বভাব ৬৫
১০৮। কে রে শ্বেত সরসীরূপ ৬৫
১০৯। নামেরই ভরসা কেবল ৬৬
১১০। শ্যামল সুন্দর ৬৭
১১১। কি দেখিলাম রে ৬৯
১১২। মম তুল্য এ ত্রিজগতে ৬৯
১১৩। অদ্য মে সফলং জন্ম ৭০
১১৪। ওহে শিখরী জামাই ৭০
১১৫। কেশব কুরু করুণা ৭১
১১৬। কালী এরূপে আর ৭১
১১৭। চন্দ্র কিরণ অঙ্গে নমো ৭২
১১৮। বল দেখি মা তোরা আমার ৭২
১১৯। জানি না কি বলে ডাকি ৭৩
১২০। অচল ঘন গহন ৭৩
১২১। শ্যামা একবার নেবে দাঁড়া ৭৪
১২২। হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ট ৭৪
১২৩। তরু বলরে তরু বল ৭৫

১২৪। কি করলে হে কান্ত ৭৬

স্বামী বিবেকানন্দ গাহিতেন

পৃষ্ঠা

১২৫। দেখিলে তোমায় ৭৭
১২৬। হরিরস মদিরা ৭৭
১২৭। গগনময় থাল রবিচন্দ্র ৭৮
১২৮। তুমি হে ভরসা মম ৭৯
১২৯। তোমারেই করিয়াছি ৭৯
১৩০। যোগেশ্বর যোগীবর ৮০
১৩১। অন্তরে জাগিছ গো ৮০
১৩২। জুড়াইতে চাই ৮১
১৩৩। হে রাজ রাজেশ্বর দেখা ৮২
১৩৪। নিবিড় আঁধারে মা তার চমকে ৮৩
১৩৫। বাগবাদিনী মাতঃ ভবানী ৮৩
১৩৬। চিন্তয় মম মানসহরি ৮৪
১৩৭। যাবে কিহে দিন আমার ৮৪
১৩৮। মন চল নিজ নিকেতনে ৮৫
১৩৯। তুঝ্‌সে হাম্‌না দিল্‌কো ৮৫
১৪০। প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ ৮৬
১৪১। বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছে যদি ৮৭
১৪২। কবে তব দরশন হে প্রেমময় ৮৭

১৪৩। কেমন করে হরের ঘরে ৮৮
১৪৪। হে নাথ! তুমি সর্ব্বস্ব ৮৮
১৪৫। সত্যং শিব সুন্দরম্ ৮৯
১৪৬। আমার মা ত্বং হি তারা ৮৯
১৪৭। দীন দয়াময়, এ দীন তোমারি ৯০
১৪৮। জাগো জাগো সকলে এবে ৯০

একতালা—ঠাকুর

(১)

নাচিছে রণ-রঙ্গিণী।

নব-জলধর-বরণি করে লয়ে অসি,
হয়ে মুক্তকেশী হাসি হাসি নাশে,
দানব অমনি॥

হের কে রমণী কাল, পদতলে কাল,
গলে মুণ্ডমাল নয়ন বিশাল
চারিদিকে ভাল, ভৈরব করাল করে ধরে তাল
যতেক যোগিনী।

বামা বয়সে নবীনা, অথচ প্রবীণা,
কুলবতী বামা দুকূল বিহীনা;
ভয়ে মরি প্রাণে হুঁকার স্বঘনে অথচ
সে বামা ভুবন-মোহিনী॥

বামার তৃতীয় নয়ন, প্রচণ্ড তপন,
খরে হুতাশন দহে রিপুগণ
প্রতাপের মন আনন্দে মগন হৃদি সরোজে॥
মা ব্রহ্মসনাতনী।

(২)

একতালা—ঠাকুর

তুমি দয়াময় পতিত-পাবন।
ভক্তের জীবন ধন, ওহে হৃদয়-বিহারী অন্তর্য্যামী হরি
বাঞ্ছাকল্পতরু দারিদ্র ভঞ্জন॥
হয়ে নিরুপায় যে-জন তোমারে,
ডাকে প্রাণপণে ব্যাকুল অন্তরে ;
দাও পদাশ্রয় (ও দয়াময়) অভয় তাহারে (তুমি) লও
কোলে কোরে জননী যেমন॥
যুগে যুগে বিধি করিয়ে প্রচার, ভক্ত সঙ্গে কত করিলে বিহার
তরাইলে কত (ওহে হরি) পাপি দুরাচার
তুমি কাহারেও বঞ্চিত কর না কখন॥

(৩)

একতালা—ঠাকুর

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই।
শ্রদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই॥
আমার ভক্তি যে বা পায়, সে যে সেবা পায়
তারে কে বা পায় সে যে ত্রিলোকজয়ী।
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, মুক্তি মিলে অনেক ভক্তি মিলে কই

ভক্তির কারণে, নন্দের ভবনে পিতাজ্ঞানে
নন্দের বাধা মাথায় বই ॥
শুদ্ধাভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, গোপ-গোপী বিনে,
অন্যে নাহি জানে, ভক্তির কারণে ;
পাতাল ভবনে বলিরাজার দ্বারে দ্বারী হয়ে রই ॥

(৪)

ঝাঁপতাল—ঠাকুর

এক সতি বসতি করে এই ব্রজমণ্ডলে।
চিন্তে নারে তারে গোকুলে, ডাকে সকলে রাধা বলে ॥
গতি বিহীনা গণপতি দুর্গতি বিনাশিনী।
গোবিন্দ প্রিয়া গুণময়ী গোলক-বাসিনী
সে-ধনী গোপের কন্যা গোপনে গোকুলে।
ভেবে আয়ান গোপ কান্তা হয়ে ভ্রান্তা তার ননদিনী।
হরি পরি বাদিনী রব রটালে কুটিলে ॥
শিরে পসরা হাটে মথুরা যেতে তারা কয় সদত ;
যে হাটক বরনির হাটে জগজনের যাতায়াত
যার ধর্মার্থ কাম মোক্ষপদ পদতলে ॥

(৫)

আড়খেমটা—ঠাকুর

ভাবছেন সব ব্রজঙ্গনা ভয় পেয়ে অতি।
শ্যাম হয়েছেন শ্যামারূপা, পদতলে শ্রীমতি॥
দেখলাম গঙ্গা জলবারি, অঞ্জলি করি দিচ্ছেন
শ্যামাপদে আপনি কিশোরী।
আবার অসি ফেলে আয়ান এসে
করছে কত মিনতি॥

(৬)

আড়খেমটা—ঠাকুর

রণে নেমেছে রে কার বামা ও কেও দেখতে যাবি।
দেখতে যাবি দেখতে যাবি, ও তার রূপ দেখিলে অবাক হবি॥
(দেখতে যাবি ২ ও তার রূপ দেখিলে পাগল হবি)
(ও তার) মাথার মুকুট গগন ঠেকে গলে নর শিরহার,
পদভরে সইতে নারে ধরা হল ভার॥
মায়ের রূপ তো নয় আ-মরি যাই কাজল জিনেও কাল
ও সে কি অদ্ভুত মূর্ত্তি ধরে ভুবন করেছে আলো॥

(৭)

আড়খেমটা—ঠাকুর

চল ভাই ভার লয়ে যাই (আজ) অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার (আমার) রাম বিনে ভার আর কে লবে॥
দিব ভার লব শরণ, বলব তাঁর ধরে চরণ,
দিলে যে ভার সইলাম এ ভার আর ভার দিও না ভবে।
(হে রাম আর ভার দিও না ভবে)
পাপেতে হয়েছি ভারি, আর তো এ ভার সইতেও নারি।
না ভজে সেই ভূভারহারী, ভার হলো ভার ভবার্ণবে॥
(এবার ভার হলো ভার ভবার্ণবে)

(৮)

একতালা—ঠাকুর

ও মন কালী বলনা দিন রবে না
আমার মন ভেবোনা ভয় কি।
কালী নাম মাহাত্ম্য যে জানে সত্য
তার বিপত্ত রয় কি॥

(৯)

একতালা—ঠাকুর

কেন এমন বেশে দয়াময়।
আমি ভক্ত বলির ভার্য্যে নাম বিন্ধ্যাবলি, শ্রীগোবিন্দ
তোমার—পদার বিন্দে বলি।
হে ভবতারণ, এতো প্রতারণ দাসির প্রতি বিধি নয়॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য যদি গেল দুই পায়, আর তো কিছু নাই ও পায়ের
উপায়।
ও পদ দাও হে হরি বলির মাথায় নৈলে যা মনে উচিত হয়॥

(১০)

একতালা—ঠাকুর

এখন যা কর হে ভগবান।
এবার ছিদ্রঘটে বুঝি বিপদ ঘটে হরি—
যদি না আনতে পারি বারি, তবে এ দুঃখ নিবারি
বারিতে ত্যজিব প্রাণ॥
অসম্ভব সব তোমাতেই সম্ভব প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উদ্ভব।
দাসীর প্রতি সদয় একবার হও হে মাধব
ছিদ্র ঘটে হয়ে অধিষ্ঠান॥

(১১)

সুরট ঝাঁপতাল—ঠাকুর

সুরগণ শরণাপন্ন শুন গো মা শম্ভুদারা ।
শম্ভু ভয়ে রাখ সুরে, এবার অম্বুজ নয়নি তারা ॥
অসুরের ভয়ে ভারতী শিবসুন্দরী বসুন্ধরা ।
হরিল অসুরে ইন্দ্র পদ চন্দ্রশেখরা ॥
ওমা বিষম বীর বিরোধী বিস্ময় বিশ্ববন্দিনী ;
বিপদে বিমুক্ত কর বিষয় বাঞ্ছাহারা ।
দেবের দেবত্ব দেবে, দেহিমা দিগম্বরা ।
স্থান দেহি মা দাশরথিরে চরণাম্বুজে ত্বরা ॥

(১২)

বাউল সুর—ঠাকুর

মন করোনা কাজে হেলা ।
চলা নয় ধিকি ধিকি এমন চিকি মিকি বেলা ।
অরুণ যার বসতে পাটে, আর কি বিলম্ব খাটে,
সঙ্গী জোটে না জোটে একাই কর মেলা ॥
বাঁধ অনুরাগে কোমর কোশে, চল আলোর সঙ্গে আলোর দেশে ।
আনন্দে থাকবি বসে শমন এসে কাটবে কলা ॥

(১৩)

একতালা—ঠাকুর

একি অপরূপ ওহে বিশ্বরূপ এমন রূপ নাই ত্রিজগতে।
যে অনন্তরূপে নাহি অনুরূপ, নারেন চতুর্ম্মুখ বর্ণিতে যে রূপ,
এখন ধরে এমন রূপ সামান্য স্বরূপ, সারথির রূপ অর্জ্জুনের রথে॥
মুনিগণ যাঁরে না পায় ধিয়ানে, হেন নিধি কেন এ সামান্য রণে,
হইলেন বন্দী যাঁর সখ্যজ্ঞানে, ধন্য ধনঞ্জয় তুমি হে ধরাতে।
যে অনন্ত রূপে আপনি শ্রীহরি, যে রূপে দাঁড়ায়ে আছ রজ্জু ধরি,
অন্তিম কালে যেন ঐ রূপ কৃপা করি (হরি) একবার দেখা দিও
মণিমোহনের হৃদে॥

(১৪)

পোস্তা—ঠাকুর

আপনাতে আপনি থেকো যেওনা মন কারো ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরমধন সেই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
(ও ভোলা মন) কত মণি পড়ে আছে ঐ চিন্তামনির
নাচদুয়ারে।

(১৫)

ডিমে তেতালা—ঠাকুর

আমি আছি মা তারিণী ঋণী তব পায়।
মা আমার অনুপায়, ওমা ভজন পূজনে বিসর্জ্জন দিয়ে ;
জননী গো বিষয় বিষ ভোজনে প্রাণ যায় ॥
জঠোর যন্ত্রণা পেয়ে বলিলাম, এবার ভজিতে তোমায়
আমি ভবে চলিলাম, সুপুত্র হব রব স্বপদে ;
ত্রিপত্র দিব মা তোর শ্রীপদে, এখন ধরায় পতিত হয়ে,
আছি মা পতিত হয়ে, পতিত-পাবনী ভুলে মা তোমায় ॥

(১৬)

পোস্তা—ঠাকুর

আর মা কি লাজের কথা মিনষের উপর মাগি।
মায়ের পদতলে (শ্যামা মায়ের) পড়ে আছেন অদ্ভুত এক যোগী ॥
চরণে না দেখে চেয়ে, ভব আছে শব হয়ে ;
এমন সর্ব্বনেশে মেয়ে লজ্জা ভয় তেগিয়ে।
আছেন পড়ে যোগী ॥

(১৭)

প্রোস্তা—ঠাকুর

কোন হিসাবে শিবহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে
ঠাঁট করে জীব বাড়ায়েছ মা, যেন কত হ্যাকা মেয়ে॥
সত্য করে বল মা তারা, তারা কি তোর এমনি ধারা,
তোর মা কি তোর (ওমা তারা) বাপের বুকে
দাঁড়িয়েছিল এমনি হয়ে॥

(১৮)

ঠাকুর

মন তাঁরে ভাবরে।
ও-মন যিনি নবঘন, নিরদ বরণ,
সেই সে রাধানাথেরে॥
ভাব গলে বনমালা, করে শোভে বাঁশী
বাঁকা দুনয়ন মুখে মৃদুহাসি ;
শ্রীবৃন্দাবনেতে (ভাবরে তাঁরে)
গোপীকা সনেতে যে জন বিহরে॥
ভাব ভৃগুপদ বক্ষে রক্ষের কারণ,
সদাই সদানন্দ আনন্দে মগন ;
প্রাপ্ত যদি হতে, (একবার তাঁরে)
পেলে শ্রীচরণ না আসিবি পুনঃ ভবেরে॥

(১৯)

মধ্যমান (ষটচক্র)—ঠাকুর

ভবদারা ভয়হারা নাম শুনেছি তোমার।
তাইতে এবার দিয়েছি ভার, এবার তারো তারো না তারো মা ॥
তুমি মা ব্রহ্মাণ্ডধারিণী, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিকে, কে জানে তোমারে
তুমি কালীকে রাধিকে ঘটে ঘটে, তুমি ঘটে আছ গো জননী
মূলাধার কমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী গো মা।
তদূর্দ্ধতে আছে মাগো নামে অধিষ্ঠান স্বাধিষ্ঠান
ষড়দল পদ্ম তথায় আছে অধিষ্ঠান, চতুর্দ্দলে থাক তুমি
কুলকুণ্ডলিনী, ষড়দল রত্নাসনে গো জননী
তদূর্দ্ধতে নাভিস্থান মা মনিপুর কয় নীলবর্ণের দশ দল
পদ্ম যে তথায়, সুষুম্না পথ দিয়ে এস গো জননী
কমলে কমলে থাক কমলে কামিনী।
তদূর্দ্ধতে আছ মা গো হৃদিসরোবর রক্তবর্ণের
দ্বাদশদল তাহার ভিতর ॥

পাদপদ্ম দিয়ে যদি এ পদ্ম প্রকাশ
হৃদে আছে বিভাবরী তিমির বিনাশ মা।
তদূর্দ্ধেতে আছে মা গো নামে কণ্ঠস্থল ধূম্রবর্ণের পদ্ম
তথায় আছে ষোড়শদল, সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজ আকাশ
সে পদ্ম রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।

তদূর্দ্ধে ললাটে স্থান মা আছে দ্বিদল পদ্ম, সদায় আছয়ে মন হইয়ে আবদ্ধ

মন যে মানে না আবার আমার মন ভাল নয় ॥

দ্বিদলে বসিয়ে রঙ্গ করিছ সদাই

তদূর্দ্ধে মস্তকে স্থান মা অতি মনোহর

রক্তবর্ণের সহস্রদল তাহার ভিতর, তথায় পরম শিব আছেন আপনি,

সেই শিবের বামে একবার বসগো আপনি

তুমি আদ্যাশক্তি মাগো, তুমি পঞ্চতত্ত্ব, কে জানে তোমারে তুমি তত্ত্বাতীত

ভক্ত-জন্য চরাচরে তুমি সে সাকার

পঞ্চে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার ॥

তুমি আদ্যাশক্তি মা গো জিতেন্দ্রিয় নারী

যোগেন্দ্র মনিন্দ্র ভাবে তোমায় নগেন্দ্রকুমারী

হরশক্তি হরশক্তি স্বদনের এবারে

যেন না আসিতে হয় মা ভবে পুনর্ব্বার ॥

(২০)

কীর্ত্তন—একতালা—ঠাকুর

যশোদা নাচাত তোমায় বলে নীলমনি

সে বেশ লুকালে কোথায় করালবদনী শ্যামা ॥

শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা,
বাজতো তাথেয়া ২ তাথেয়া ২ বাজিত নুপূরধ্বনি
শুনতে পেয়ে আসতো ধেয়ে ব্রজের রমণী গো মা ॥

গগনে বেলা বাড়িত, রাণী ব্যাকুল হইত,
বলে, ধরধরধর ধররে গোপাল ক্ষীর সর ননী
এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী গো মা ॥

একবার নাচ গো শ্যামা—
তেমনি ৩ করে নাচ গো শ্যামা
যেমন করে রাসমণ্ডলে নেচেছিলে ॥

যেমন করে গোপীর মন ভুলায়েছিলে
অষ্ট নায়িকা অষ্ট সখী লইয়ে
হাসি মিলাইয়ে একবার নাচ গো শ্যামা
(শ্যামা শ্যামরূপে) (মুক্তমালা ছেড়ে বনমালা পরে)
অসি ছেড়ে বাঁশি লয়ে চতুর্ভূর্জ ত্যেজে দ্বিভুজ হয়ে
দীগবসন ত্যেজে পীতবসন পরে······একবার নাচ গো শ্যামা
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে চরণে চরণ দিয়ে একবার নাচ গো শ্যামা
(পীত ধড়া পরে মোহন চূড়া লয়ে) „
(অধরে মুরলী দিয়ে, আড়নয়নে চেয়ে চেয়ে) „
(আড়নয়নে চেয়ে চেয়ে, বামে চূড়া হেলাইয়ে) „
(শিখি-পুচ্ছ শিরে দিয়ে, যাতে গোপীদের মন টলিত)
(সেই মোহনীয়া বেশে নাচ গো শ্যামা)

(যে বেণু রবে ধেণু ফেরাতিস)
(সেই মোহনীয়া বেণু বাজাগো মা)
(মা যশোদার সাজান বেশে অলকা আবৃত মুখে)
(ও তোর গজমতি নাসায় দুলুক, ব্রহ্ম গোপাল রূপে)
যাতে যোগী ঋষির মন টলিত, সেই মোহনীয়া বেণু বাজাগো
যাতে ব্রহ্মময়ীর মন টলিত, " " "
একবার দেখে মন নয়ন সফল হোক
যাতে যমুনা উজান ধরিত, সেই মোহনীয়া বেণু বাজাগো
যশোদা নাচাত তোমায় বলে নীলমনি ॥

(২১)

জলদ—একতালা

এ-হাটে বিকাই সুতো।
বিকাই নন্দরাণীর সুত ॥
দর না জেনে নামটি শুনে ভয়ে পালায় রবিসুত ॥
লাল কালো, জরদা শ্বেতো, হয় না যাদের মনঃপুত
কুড়ে অকুর করে বসে, খেই হারায় জনমের মত
এ হাটের প্রধান তাঁতি, প্রজাপতি পশুপতি,
আর আর অন্য তাঁতি তাদের কেবল যাতায়াত ॥

(২২)

শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই
আমি কি সুখে আর ঘরে রই ॥
শ্যামা গো মোর নয়নের তারা, শ্যামাকে তিলেক আধো না
দেখিলে সই হই দিশেহারা, আমার ত্রিসিত চাতকির মত
আসা পথ চেয়ে রই ॥
শ্যামা যদি মোর হোতো মাথার চুল, শ্যামাকে যতন করে
বাঁধতাম তারে সই দিয়ে বকুল ফুল বন পোড়া হরিণীর মত
ইতি উতি চেয়ে রই ॥
শ্যাম যখন মোর বাজায় বাঁশী ওগো আমি তখন যমুনাতে
জল লইতে আসি, আমার কাঁখের কলসী কাঁখে রইলো ;
শ্যামের বদন পানে চেয়ে রই ॥

(২৩)

চণ্ডী বন্দনা

ত্রিপদী

বিন্দু বিলাসিনী ভৈরবী ভবানি
নগেন্দ্র নন্দিনী চণ্ডী ।
বীণা সপ্তস্বরা স্বরুজ মন্দিরা
বাজায়ে দুন্দভি ডিণ্ডী ॥

স্থল নন দল শ্রীপদ যুগল তথি শোভে নখচন্দ্র ;
চরণে চণ্ডীর মঞ্জুল মঞ্জীর
গঞ্জে গজমতি মত্ত ॥
যিনি করি কর, জঘন সুন্দর
নিতম্বে বসন সাজে
করি অরি জিনি, মাতা অতি ক্ষীণী
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে ॥

নাভি সরোবরে, তথির উপরে
তনুরুহাঙ্কুর দাম।
উচ্চ কুচগিরি জিনি কুম্ভকরী
কিবা শোভা অবিরাম ॥

জিনি শতদল বদন কমল
অধর চঞ্চুক ভোর।
পরিহরিব্রীড়া করে কত ক্রীড়া
নয়ন খঞ্জন ঘোর ॥

নয়নের তৃণে আছে কতগুণে
মদন মোহন ইষু
চাঁচর কুন্তলে মালতীর মালে
ভ্রমরে ভ্রমর শিশু ॥
শিরে শশিকলা, তারকের মালা
ঈষদ চন্দন বিন্দু ॥

ললাটে ফলকে, অলকা ঝলকে ;
জিনি অকলঙ্ক ইন্দু ॥
হেম কান্তিবর অঙ্গ মনোহর
আননে ঈষদ হাস।
নির্ম্মিত রতনে অঙ্গের ভূষণে
দশদিক সুপ্রকাশ ॥
তাল মান গানে, উর গো গায়নে,
বলি বেদস্তুতি মতে।
পূর্ণ কর কাম আসি এই ধাম
কৃপা কর গিরিসুতে ॥
ভয় পারাবারে, তরী তরিবারে
ইহা বিনা নাহি আন।
অভয়া চরণে, শ্রীকবি কঙ্কনে
রচিল মধুর গান ॥

(২৪)

প্রভাতি

গা তোল, গা তোল উমা, মঙ্গল আরতি করি
উঠ গো সর্ব্বমঙ্গলা উঠ উঠ গিরিবালা
গগনে হইল বেলা মা প্রভাত হইল সর্ব্বরী ॥

(২৫)

বৃন্দঃ উক্তি

একতালা

যাতে ক্ষীর সর হে গোকুলেশ্বর
দিতো নন্দরাণী প্রেমানন্দে।
আমি দাসী হয়ে এমন দস্যু কর্ম্ম করিব কিরূপে।
ওহে বিশ্বরূপ দিব ভস্ম মাখাইয়ে বদন চন্দ্রে॥
তুমি হে শ্রীহরি যশোদার কোলে, যে মুখ মণ্ডলে ব্রহ্মাণ্ড দেখালে
পুনর্জ্জন্ম নাস্তি যে মুখ হেরিলে জীবের মুক্তি ঘটে ভবের প্রবন্ধে॥
তুমি গোবিন্দ গোলক নিবাসী মরণ কালের ধন
ঐ চরণ অভিলাষী, আমি বৃন্দাবনে, বৃন্দে দাসী দিতাম
সচন্দন তুলসী, তব পদার বৃন্দে॥

(২৬)

আড়কয়ালি

এসে ঠেকেছি যে দায় এদার কব কায়।
যার দুঃখ সেই জানে, পর কি জানে পরের দায়॥
যার জন্যে কতবার, কতই রূপধরি আহিরীণী নাপিতিনী
হয়ে চরণ ধরি এবার রাখবোনা আর কাল অঙ্গ
রাধার স্বরূপে মিশাব অঙ্গ হইব গোরাঙ্গ অঙ্গ
দেখা দিয়ে হই বিদায়॥

(২৭)

আড়কয়ালি

দেখব সে তীর্থ কেমন।
ওরে দ্বারীরে কোন তীর্থে প্রবর্ত্তহরি আমাদের সেই নিত্যধন॥
দ্বার ছেড়ে দে ওরে দ্বারী, তীর্থে তীর্থে মিলন করি,
তুমিও জুড়াবে হেরি, রাধা সহ মদন মোহন॥
যে অবধি রাধাকান্ত-হারা হয়েছি সেই অবধি বিচ্ছেদ
যজ্ঞে ব্রতী হয়েছি যদি পায় সে রাধাকান্ত
তবে তো এই যজ্ঞে ক্ষ্যান্ত নতুবা আহুতি অন্তে
এ তনু করিব পতন॥

(২৮)

মধ্যমান

(গোবিন্দ অধিকারী কৃত)

ধরনা ধরনা রথচক্র; রথ কি চক্রে চলে।
যে চক্রের চক্রী হরি যার চক্রে জগত চলে, ধরনা ধরনা বাজি
এ বাজী নয় ভেলকির বাজী, ফুরাল প্রেমের বাজী
আজ বাজী ভোর হলো গোকুলে॥
মিছে দোষ দাও সারথীর এ সারথী অসার অতি
বিনা রথীর অনুমতি কার কোথা রথ আপনি চলে॥

(২৯)

কীর্ত্তন—একতালা

হে নাথ ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত
(ও তোর মন মানেতে হে)
ও তোর মন মানেতে থাকবি সেথা নইলে আসবি দ্রুত ॥
ধরে রাখবো না হে (আমরা) (এতো ধরা বাঁধার প্রেম নয়)
এতো বলা কয়ার প্রেম নয় (ধরে রাখবোনা হে) ওতোর
মা যশোদা পিতা নন্দ কেঁদে হল হত।
আগে ছিল এক হেঁটো জল, এখন যমুনা অতল
সাঁতার দিতে হবে (জল বেড়েছে হে নাথ।)
শ্রীযমুনার জল বেড়েছে হে নাথ
ব্রজ গোপীর নয়ন জলে জল বেড়েছে…
না হয় যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে,
যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধূলা লাগিবে (এখন বল্লেও
বলতে পার)
আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ
না হয় ব্রজ গোপীর নয়ন নীরে চরণ পাখা লিবে ॥

(৩০)

একতালা

মন কেন মিছে ভাব
আমি কালীদাস করি অভিলাষ
কালী কালী বলে দিন কাটাইব ॥

(৩১)

একতালা

ও যার মায়ের বাস রে শশ্মানে
পিতা মৃত্যুঞ্জয়, কালের তনয়,
তার কি ভয়, আছে রাজাশালবানে ॥
যে করে সাধনা করাল বদনা,
তার কি ভয় থাকে যমের যাতনা
যম যারে সদা করে উপাসনা
ও সে মত্ত থাকে কেবল নামামৃত পানে ॥

(৩২)

একতালা

গিরি গণেশ আমার শুভকারী।
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী

চাঁদের উদয় চাঁদ হলো সারি সারি ॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন
ঘরে এলেন চণ্ডী পুজবো বলে চণ্ডী
কত আসবেন দণ্ডী যোগী জটাধারী ॥

(৩৩)

আড়খেমটা

গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় ।
ও তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায় ॥
আমি ডুবে দেখি মিলেনা কোথায় ও ভাই সাঁতার ভুলে
হেটো জলে হাবুডুবু খায় ॥
এমন ব্যথার ব্যথি আর কে আছে আমার হাত ধরে টেনে
তোলায়
আমি মনে করি ডুবে তলিয়ে রই
ও ভাই গৌর চাঁদের প্রেম কুমীরে গিলে যে গো সই
গোঁসাই কবি বলে শোন শোন শোন
থাকবে চরণের আশায় (আমরা থাকব চরণের আশায়)

(৩৪)

সুরট মল্লার একতালা

সুখের বাসনা কর আর কদিন।
ও মন ত্যেজি অন্য বোল কালী বোল মানব জীবন যদিন॥
ও মন যেদিন যেমন বিধির লিখন সেইরূপে যাবে সেদিন।
ইথে ভাবিলে বিবাদ (মনরে) ঘটিবে প্রমাদ
কালী না বলিবে যেদিন॥
পাবে ব্রহ্মপদ অভয় সম্পদ স্মরণ করিবে যেদিন॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় যাহা হইতে হয় সে হবে তোমারে অধীন।
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত ভুলেছ নমাস নদিন।
ও মন বারে বারে আসি দুঃখ রাশি রাশি;
যাতনা সবে আর কদিন॥

(৩৫)

পোস্তা

দেখ আসি পুরবাসী
আমার উমাশশী এসেছে
উমাশশির আগমনে
গগনশশি মলিন হয়েছে।

(৩৬)

একতালা

বল দেখি ভাই কি হয় মলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি।
কেউ বলে তুই সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মিলে।
বেদের আভাষ তুই ঘটাকাশ
ঘটের নাশকে মরণ বলে ॥
শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য ;
মান্য করে সব খোয়ালে
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই
তাই হবিরে নিদানকালে ॥
যেমন জলে উঠে জলের বিম্বু
লয় হয়ে সে মিশায় জলে ॥

(৩৭)

একতালা

আমি যার জন্যে পাগল তারে কৈ পেলাম সই।
ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল আর পাগল শিব ॥
তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙ্গলে নবদ্বীপ

আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবনের মাঝে
রাইকে রাজা সাজাইয়ে আপনি কোটাল সাজে ॥
আর এক পাগল দেখে এলাম নদে গৌর হরি
রাধার ঋণ স্থদবে বলে করোয়া কিস্তীধারী ॥

(৩৮)

কীর্ত্তন

কিছু ভাল তো লাগে না
হে কৃষ্ণ কথা বিনে ভাল তো লাগে না
তোরা কি বুঝাবি
আন হেরিতে—আমি শ্যাম হেরি ॥

(৩৯)

দুর্গা নাম জপ সদা রসনা আমার।
দুর্গমে শ্রীদুর্গাবিনে কে করে নিস্তার ॥
দুর্গানাম তরি ভবার্ণব তরিবারে।
ভাসিতেছে সেই তরি শ্রদ্ধা সরোবরে ;
শ্রীগুরু করুণা করি যেই ধন দিলে
সাধনা করহ ত্বরি মিলিবে গোকুলে ॥
যদি বল ছয় রিপু হইবে প্রবল

ধরিতে দিবে না তরি করিবে তুফান ॥
তুফানেতে কি করিবে আছে দুর্গানাম
যার তরি অবশ্য পাইবে মৃত্যুঞ্জয় যার কাণ্ডারী।

(৪০)

স্থর সখি সংবাদ

তাল— তেওট

রাধার দশম দশা হেরে ব্যাকুল অন্তরে
বৃন্দে গিয়ে কংশ ধাম।
ব্রজে শ্যাম বিচ্ছেদে
রাধে প্রলাপ দেখে, বলে আমার হৃদপদ্মে নিলপদ্ম ॥
আজ নিল কে, কেন এমন হলেন প্যারী ;
নারী বুঝতে নারি
শ্যাম শ্যাম হে তাইতে পরিচয়।
দিতে এলাম মথুরায় ॥
তোমার কমলিনী কাল মেঘ কৃষ্ট বলে ধরতে ধায়
আমরা সহচরী সবাই নিষেধ করি,
বলি ধরো না ও নয় তোমার শ্রীহরি
অমনি কৈ কৃষ্ট বলে প্যারি মূর্চ্ছা যায়।
দেখে বিদ্যুতলতা, কাল মেঘের সঙ্গে
বলে ঐ দেখ সই পীতবসন শ্যামের অঙ্গে যত গরজে জলধর

রাই বলে ধর গো ধর প্রাণ সই সইরে আমার বংশীধর
মোহন মুরলী বাজায় ॥
শুনি কোকিলের কুহুরব বজ্রাঘাত রাধার অমনি জ্ঞান হয় হে
বলে জৈমিনি জৈমিনি বল গোপী কায়।
বল বল হে ওহে শ্যাম রায় কেন ভ্রান্ত হলেন শ্রীরাধায় ॥

(৪১)

কীর্ত্তন —তেওট

চিনি না মা গৌর বরণ নবীন সন্ন্যাসী।
আমাদের কানাইয়ের মত (ও কি দেখলাম ওরে সখী)
তেমনি গো চাঁদ মুখের হাসি ॥
কেবল বলে রাধা, রাধা, রাধা—কুঞ্জের মাঝে কাঁদা গো
(রাধা বলে গো) (রাধা বলে) নয়ন জলে যায় গো
ভাসি ॥
রাধা রাধা বলে আমার গৌর কাঁদে।

(৪২)

তাল—তেওট

হর হৃদিপরে কে বামা বিহরে,
দেখরে নয়নেতে মন আমার ॥

জিনিয়ে নবাম্বুজ, প্রফুল্ল পদাম্বুজ
অলিগন গুঞ্জরিছে অনিবার ॥
মায়ের কটিতে কর শ্রেণী, কি শোভে ত্রিনয়নী
গলেতে দোলে নর শির হার (মায়ের)

(৪৩)

সুর—বাউল—আড়খেমটা

চল গো চল গোষ্ঠ গোচারনে যায়।
ওগো আজ নিধুবনে রাখালরাজা হবে রায় ॥
(হাই শুনতে পাই)
পীত ধড়া মোহন চূড়া রায়কে পরাবে
হাতে বাঁশরী দেবে (সজনি) আবার আবা দিয়ে
বনে গিয়ে ফিরাবে ধবলি গায় (হায় শুনতে পাই)
ললিতা বিশাখা আদি অষ্ট সখিগণ (সখি হায়···)
রাখাল হবে দ্বাদশ জন—আবার রাইকে
রাজা সাজাইয়ে কোটাল হবে প্রাণ কানাই।
(বলি শুনতে পাই)

(৪৪)

একতালা

শঙ্কর উরে কে বিহরে বামা রঙ্গিণী
কেরে নীলকান্তমনি নিতান্ত নিবিড় গুরু নিতম্বীণি
বামা না বাঁধে চিকুর না পরে বাস ও বিধুবদনে মধুর হাসরে
কিবা সৌদামিনী শুধাংশু সহিত মিলিত নব কাদম্বিনী
মায়ের চরণ তারন কারণ, মন্ত্র যে জন না জানে
সে জন ভ্রান্তরে।
নিতান্ত শ্রান্ত করে কৃতান্ত
কমলাকান্ত বন্দিনী ॥

(৪৫)

আড়খেমটা

(ওমা) কখনও কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে (মাগো) অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও মা জননী ॥
লম্ফে ঝম্ফে কম্পে ধরা মা
অসি ধরা করালিনী ॥
তুমি ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা
ভয়ঙ্করা কাল কামিনী (ওমা ভয়ঙ্করা)
সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ, কর নানা রূপধারিণী,

কভু কমলের কমলে নাচমা
পূর্ণ ব্রহ্মসনাতনী (ওমা তুমি পূর্ণব্রহ্ম)

(৪৬)

পোস্তা

শ্যামা মা কি কল করেছে (কালী মা কি এক কল করেছে)
চৌদ্দ পোয়া কলের মধ্যে কতই রঙ্গ দেখাতেছে ॥
আপনি থাকি কলের ভিতারি কল ঘুরাই ধরে কলডুরি
কল বলে আপনি ঘুরি জানে না কে ঘুরাইতেছে ॥
যে কলে জেনেছে তাঁরে কলহতে হবে না তারে ;
কোন কলের ভক্তি জোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে ॥
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল সবশে রয়
কমল বলে কালী গেলে (কেউ) না যায় সে কলের কাছে ॥

(৪৭)

আড়খেমটা

আমার গৌর নাচে নাচে সংকীর্ত্তণে
শ্রীবাস অঙ্গে ভক্তগণ সঙ্গে ॥
হরিবোল বলে বদনে, গৌরাঙ্গ চাহে গদাধর পানে,
গোরার অরুণ নয়নে (আমার গোরায়)
বহিছে সঘনে প্রেমধারা হেম অঙ্গে ॥

(৪৮)

একতালা

গেলে অমূল্যধন পাবিরে মন হলে খাঁটি।
ভাবের বাজারে (৩) প্রেমের পসারি বসেছে পরিপাটী॥
সে সহরে রাজা প্যারি, সদর দ্বারে রূপমঞ্জরী প্রজাগণ তাঁর সখি
চৌষট্টি, সেথায় মানিক মুক্ত প্রবাল কত পড়ে আছে রাশিকৃত
তারা বেচাকেনা করে (ভবের বাজারে)
ও কেউ ভুলাতে না পারে, এ কিঙ্করে রাঙা চরণ দুটি॥
কল্পবৃক্ষ স্তরে স্তর শোভে অতি মনোহর তাঁর উপরে
বাঁধা ঘাট দুটি ও মন তার উপরে রত্ন বেদী
তাতে আছেন রসিক নিধি
ও তাঁর রূপের ছটা রসের ছটা রূপে, দিপ্তমান করেছে সূর্য্যকোটী॥

(৪৯)

মহিরাবনের উক্তি

মধ্যমান

শুনেছি সেই তারকব্রহ্ম মানুষ নয় রাম জটাধারী।
পিতে কি নাশিতে বংশ, সীতে তাঁর করেছ চুরি॥
যে পদ ভাবেন সুরশ্রেষ্ঠ বাল্মিকী আদি বশিষ্ঠ

যে নাম জপেন পুরান ইষ্ট তব ইষ্ট ত্রিপুরারী ॥
কত গুণ রাম প্রকাশিলে, রাম নামে ভাষালে শিলে,
হলো বনের পশু বন্দি, কতই গুণ তাঁর মরি মরি ॥
এখনও পারিলে চিনতে তথাচ থাকেনা চিন্তে
চল লক্ষ্মী দিয়ে লক্ষ্মীকান্তে, শরণ লই তাঁর চরণ ধরি ॥

(৫০)

(বশিষ্ঠোক্তি)

আড়কয়ালি

কেন জনক কন্যে পাঠাইবে বনে
হল জানকী কি অপরাধী
শুন হে রাম গুণনিধি
সীতা প্রতি এত বাদী হলে কি কারণে ॥
রাবণ হরেছিল বলে উদ্ধারকালে সন্দ ছিল,
অনলে পরীক্ষা লইলে সীতার সতী গুণ
তা জানা গেল, অগ্নিতে মা প্রবেশ হলো
অনল শীতল হয়েছিল দেখেছি নয়নে ।
যে সীতার কারণ বনে, বহুকষ্ট পেলাম প্রাণে
বিনাশ করিলে রাবণে, এখন সে ধনে হে রঘুমনি
কি জন্যে ত্যেজ আপনি নিষ্পাপ
জনক নন্দিনী আমি জানি মনে ॥

(৫১)

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই
ভজলে অযোধ্যানাথ সুসরানা কৈ ॥
হাসন বোলান চতুর চাল অয়ন বয়ণ দৃক বিশাল
ভ্রূকুটি কুটিল তিলকভাল নাসিকা শোভাই ॥
সো তিনকো কণ্ঠমাল তারাগণ অরু বিশাল
মান গিরি শিখর ফৌরি সুরসরি বহি রাই ॥
কেশরকো তিলকভাল মান রবি প্রাতঃকাল
শ্রবণে কুণ্ডল ঝলম লাট, রতিপতি ছবি ছাই ॥
বিহরে রঘুবংশ বীর সখা সহিত সরযূ তীর
তুলসীদাস হরখ নিরখি চরণ রজ পাই ॥

(৫২)

একতালা

যা অনায়াসে হয় তাই করবে,
কাজ কি করে মন কোশাকুশি।
আইরে মন বিরলে বসি, ভাব শ্যামা এলোকেশী
বারাণসী পাবিরে যদি বল ধনে পুণ্য
সে ধনেতে পুন্য, শূন্য শ্যামাধন শূন্য করি ধন্য তাইসদাই জপরে ॥

(৫৩)

বাউল

ফুস ফুস ফুস সব ফাঁকি।
ঝুলিতে মালা রেখে জপলে আর হবে কি॥
যে জপে মনের মালা মনে তার নাইকো মলা
ও তার অন্তর ঘোলা ভাব দেখি।
ও যার হৃদয় চৈতন্য জাগে কাঠের মালায় করবে কি?

(৫৪)

আগমনি—আড়াঠেকা

ও মা শঙ্করী ত্যেজে স্বর্ণপুরী
বসে কেন বিল্ব মূলে॥
আমি খুঁজে এলাম উমে (মাগো) আমার কপাল ক্রমে
এমন অবোধ মেয়ে মা তুই জন্মেছিস মোর কূলে॥
ও মা কারু কথা শুনে, যেখানে সেখানে, যেও না গো উমে
হেমবরণী
ঘরে আয়মা ওমা হর-মন মোহিনী॥
পাছে কণ্টক বাজে মা তোর পদ কমলে।
ওমা আজন্ম আসিবে, মায়ের দুঃখ নাশিবে
মা বলে তুসিবে, বসবে কোলে দুঃখ পাবিনে উমে।

শিবের বামে বসো মা না হয়
দাস দাশরথীর হৃদয় কমলে মা ॥

(৫৫)

পোস্তা

বাজবে গো মহেশ হৃদে
আর নাচিসনে ক্ষেপা মাগি
মরে নাই শিব বেঁচে আছে
যোগে আছে মহাযোগী ॥
যে দেখি তোর নাচনের জোর
নেচে ভাংলি মা বুড়োর পাঁজর
বিষখেকোর আর নাইকো সে জোর
সাধেকি মুদেছে আঁখি ॥

(৫৬)

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি।
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিয়োনাকো

জ্ঞান নয়নকে প্রহরী রেখো সে যেন সাবধানে থাকে ॥
কমলাকান্তের মন আছে এক নিবেদন
দরিদ্রে পাইলে ধন সে কি অযতনে রাখে ॥

(৫৭)

সুরট মল্লা

আড়াঠেকা

পড়িয়ে ভবসাগরে ডোবে মা তনুর তরী।
মোহ ঝড় মায়া তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী ॥
(ডোবে মা তনুর তরী)
একে মন মাঝি আনাড়ি, তাহে ছজনে গোঁয়ার দাঁড়ী,
কু বাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে পড়লো শ্রদ্ধার পাল,
উপায় না দেখি আর, নীলকমল ভেবে সার।
বানচাল তরী হল বাঞ্চাল উপায় কি করি ॥
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার দুর্গা নামের ভেলা ধরি ॥

(৫৮)

সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে
আমার মন মাতালে মাতাল করে যত মদমাতালে মাতাল বলে
গুরুদত্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তায় মসলা দিয়ে মা

আমার জ্ঞানশুঁড়িতে চুয়ায় ভাটী পান করে মোর মন মাতালে
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, আমি শোধন করি বলে তারা মা
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে ॥

(৫৯)

কে জানে কালী কেমন ? ষড়দর্শনে না পাই দরশন ।
মূলাধারে সহস্রধারে সদাযোগী করে মনন ।
কালীপদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমন ॥
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন ।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ।
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম অন্য কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধুতরণ ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন ॥

(৬০)

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ॥
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি সারে ।
ওরে কোটার ভিতর চোরকুটারী, ভোর হলে সে লুকাবেরে ॥

ষড়দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বুক ধরে
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝনারে মন ঠারেঠোরে

(৬১)

প্রসাদী

(যদু মল্লিকের বাটি—সিংহবাহিনী সম্মুখে ঠাকুর গাহিলেন)

মা আমি কি আটাশে ছেলে
আমি ভয় করিনে চোখ রাঙ্গালে।
সম্পদ আমার ও রাঙ্গা পদ শিব ধরেন যা হৃদকমলে
আমার বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সই রেখেছি হৃদয়েতে তুলে।
এবার করবো নালিশ নাথের আগে ডিগ্রী নোব এক
সওয়ালে ॥
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল কালে
মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা ধূম হবে, রামপ্রসাদ বলে
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে ॥

(৬২)

মা কি এমনি মায়ের মেয়ে।
যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাইয়ে ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যার কটাক্ষে হেরিয়ে
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদর পুরিয়ে
যে চরণে শরন লয়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে
দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লুটায়ে ॥

(৬৩)

প্রসাদী

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥
যে দেশে রজনী নাই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি ॥
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই
যোগে যাগে বসে আছি ॥
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি,
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি।
এবার আমি ভাল ভেবেছি ॥

(৬৪)

পরজ—একতালা

শ্যামাধন কি সবাই পায় (কালীধন কি সবাই পায়)
অবোধ মন বোঝেনা একি দায়।
শিবেরি অসাধ্য সাধন মন মজানো রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগিন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥

(৬৫)

আমায় তার তারিণী
একবার ত্বরিত করিয়ে, তপন তনয়ে ত্রাসে ত্রাসি প্রাণ যায়॥
তুমি জগদম্বে, তুমি জনপালিনী, জগমোহিনী জগৎ-জননী
যশোদা জঠরে জনম লইয়ে সহায় হরি লীলায়॥
বৃন্দাবনে রাধা বিনোদিনী, ব্রজবল্লভ বিহারকারিনী
রাসরঙ্গিনী রসময়ী হয়ে রাসরূপে করিলে লীলা প্রকাশ॥
গিরিজা গোপজা গোবিন্দ মোহিনী, তুমি মা গঙ্গে গতিদায়িনী
গান্ধার্ব্বিকে গৌরবরণী গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার॥
শিবে সনাতনী সর্ব্বানী ঈশানি সদানন্দময়ী সর্ব্বস্বরূপিনী
সগুনা নির্গুনা সদাশিব প্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার॥

(৬৬)

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি হৃদে জলবে অনুক্ষণ ॥
ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙায় ডিঙ্গে চালায় বলে সে কোন জন
বুধীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

(৬৭)

ভাব শ্রীকান্ত নর কান্ত কারীরে
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হরি ॥
ভাবিলে ভবভাবনা যায়রে—তর তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে যেবা ভাবে ॥
এলি কি তত্ত্বে এ মূর্ত্তে
কুচি ও কুবৃত্ত করিলে কি হবে রে ॥
উচিত তো নয় দাসরথীরে ডুবাবি রে
কর-এ চিত্ত প্রাচিত্ত সে নিত্য পদ ভেবে ॥

(৬৮)

কীর্ত্তন—একতালা

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥

ত্রি-সন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায় ।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায় ॥
কালী নামে কত গুণ কেবা জান্তে পারে তায়
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায় ॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয় ।
মদনের যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় ॥

(৬৯)

কে হরিবোল হরিবোল বলিয়ে যায়
যা রে মাধাই জেনে আয় ॥
বুঝি গৌর যায় আর নিতাই যায় রে ।
যাদের সোনার নপুর রাঙা পায় ॥
যাদের ন্যাড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথা রে ।
যেন দেখি পাগলেরই প্রায় ।

(৭০)

আয় মন বেড়াতে যাবি
কালী কল্পতরু মূলে চারিফল কুড়ায়ে পাবি
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি ।
বিবেক নামে তার বেটারে তত্বকথা তায় সুধাবি ॥

(৭১)

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে।
ঐ তারা তারা দুভাই এসেছে রে॥
যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়
তারা দু'ভাই এসেছে রে॥
যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়
তারা এসেছে রে॥
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে
তারা দু'ভাই এসেছে রে॥

(৭২)

তারিতে হবে তারা হয়েছি শরণাগত
হইয়া রয়েছি যেন পিঞ্জরের পাখীর মত॥
অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি
মায়াতে মোহিত হয়ে বৎসহারা গাভীর মত॥

(৭৩)

ভবে আসা খেলতে পাশা বড় আশা করেছিলাম
আমার আসা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম॥
প, বার, আঠার, পেল, যুগে যুগে এলাম ভাল

(শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলাম
ছ' তুই আট ছচার দশ কেউ নয় মা আমার বশ।
খেলাতে না পেলাম যশ এবার বাজি ভোর হইল॥

(৭৪)

দেখে এলাম এক নবীন রাখাল
নবীন তরুর ডাল ধরে, নবীন বৎস কোলে করে
বলে কোথা রে ভাই কানাই।
আবার কা বই কানাই বেরোয় নারে
বলে কোথা রে ভাই, আর নয়ন জলে ভেসে যাই।

(৭৫)

প্রসাদী—একতালা

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়॥
(যে জন) কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দ ময়।
কালী পদ সুধাহ্রদে যদি চিত্ত ডুবে রয়।
যাগযজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয়।

(৭৬)

তোদের ক্ষেপার হাট বাজার মা ।
কব গুণের কথা, ওমা কব গুণের কথা কার মা ॥
তোদের দুই সতীনে (মাগো) যুক্তি করে,
কেউ বুকে কেউ মাথায় তার মা ।
কর্ত্তা যিনি নিজে তিনি ক্ষেপার মূলাধার
মা তারা ক্ষেপার মূলাধার ।
(আবার) চাকলা-ছাড়া চেলা দুটো সঙ্গে অনিবার মা
গজ বিনে গো আরোহনে ফিরিস্ কদাচার ।
মা তারা ফিরিস কদাচার
মুণিমুক্তা ফেলে পরিস্ গলে নরশির হার মা ।
শ্মশানে মশানে ফিরিস্ কার বা ধারিস ধার
মা তারা কার বা ধারিস ধার মা তারা ॥
কিন্তু রামপ্রসাদকে ভব ঘোরে কর্ত্তে হবে পার মা ॥

(৭৭)

একতালা

হে নাথ রাম কি বস্তু সাধারণ
যে রাম ভূভার হরিতে অবনীতে অবতীর্ণ
সে ভব তারণ, তাঁর সনে কি রণ

ছিছি রণসাজ কি কারণ ॥
একবার নয়ন মুদে, দেখলে না হে চিতে ;
তোমারে ছলিতে শ্রীরাম অবনীতে কাটালে সুখের তরু
স্বীয় কর্ম্মশ্রীতে, না শুনে কারো বারণ।
যে চরণ পূজে ব্রহ্মাতুলসীতে, তুমি আনলে তাঁর সীতে
বংশ বিনাশিতে জগৎমাতা সীতে,
তাঁর কোপেতে, নইলে কপিতে করে মান হরন।

(৭৮)

একতালা—কীর্ত্তন

চণ্ডীর পয়ার

বলরে শ্রীদুর্গা নাম
ওরে আমার আমার আমার মনরে ॥
বলরে (শ্রীদুর্গানাম ওরে আমার মনরে)
নমোঃ নমোঃ চণ্ডী মা, নমো নারায়ণী
দুঃখী দাসে কর কৃপা মা তব গুণ জানি
(বল রে শ্রীদুর্গা নাম)
দুর্গা দুর্গা বলি যে বা পথে চলি যায়
শূল হস্তে মহাদেব রক্ষা করেন তায় ॥
যশোদা পূজিয়ে ছিল তোমায় জবা বিল্বদলে
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কইলি তার কৃষ্ণ দিয়ে কোলে।

যেখানে সেখানে থাকি মা থাকি গো কাননে
নিশি দিন মন থাকে যেন ও রাঙ্গা চরণে
যেখানে সেখানে মরিমা, মরিগো বিপাকে,
অন্তকালে জিহ্বা যেন শ্রীদুর্গা বলি ডাকে ॥
যদি বল ছাড় ছাড় মা আমি না ছাড়িব
বাজব নুপূর হয়ে মা তোর চরণে বাজিব
যদি বল যাও যাও মা যাব কার কাছে,
সুধা মাখা মা নাম, আর কার আছে ॥
যখন বসিবে মাগো, শিব সন্নিধানে
জয় শিব জয় শিব বলি তখন বাজিব চরণে।
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে
মীন হয়ে রব জলে মা নখে তুলে লবে ॥
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী, যখন যাবে মোর প্রাণী।
সে সময়ে দিও রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥
চরণে লিখিতে নাম আঁচড় যদি যায়
ভূমিতে লিখিয়ে দিই নাম পদ দেগো তায় ॥
কলিকাল কুঞ্জর কেশরী কালী নাম
জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় মোক্ষধাম ॥
এই হেতু কালী নাম, ধর নরায়ণী
তথাপি তোমারে বলে কালের কামিনী ॥
কালীপদে সুধাহ্রদে মন মীন হয়ে।
থাকহ অগাধ জলে স্থিরভাব পেয়ে ॥

তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য মা, তুমি মা পাতাল।
তোমা হইতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল॥
দশমহাবিদ্যা তুমি মা দশবতার।
কোনরূপে এইবার আমারে কর পার॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা মা, তুমি গো যামিনী।
কখনও পুরুষ হও মা কখনও কামিনী॥
রামরূপে ধর ধনু মা, (আর) কৃষ্ণরূপে বাঁশী।
ভুলালে শিবের মন হয়ে এলোকেশী॥
বায়ু অন্ধকার আদি শূন্য আকাশ
রূপ দিগ দিগন্তর তোমা হইতে প্রকাশ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণু আদি করি যতেক অমরে।
তব শক্তি বিরাজিত, সকল অন্তরে॥
চল অচল তুমি মা, তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি বিশ্বমূল॥
ত্রিলোক তারিণী তুমি, ত্রিলোক জননী
সকলের শক্তি তুমি তোমার শক্তি তুমিই গো মা॥
সর্প হয়ে দংশ তুমি মা, ওঝা হয়ে ঝাড়।
হাকিম হয়ে হুকুম দাও পেয়াদা হয়ে মার
কারে ভাঙ্গ কারে গড় মা, এই তোমার কাজ
কারো মুণ্ডে ছত্র দাও, কারো মুণ্ডে বাজ॥
একশত পুত্র কারো অক্ষয় করে দাও।
একটি পুত্র দিয়ে মাগো, কারো হরে নাও॥

কেহ স্বর্ণ থালে খায়, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ভিক্ষায় না মিলে ভক্ষ্য আছে কত জন॥
মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন, বিধিহীন পূজা।
নিজগুণে প্রসন্না হয়ে গ্রহণ কর দশভূজা॥

(৭৯)

আড়খেমটা

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচেনা॥
মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তারে যায় গো চেনা॥
সে দুই একজনা।
রসে ডুবে প্রেমে ভাসে ও সে করছে রসে বেচা-কেনা॥
মনের মানুষ খুঁজব কোথা গলাতে তার ছেঁড়া কাঁথা
(ও সে কয়না কথা) উজান পথে করে আনাগোনা॥
(মনের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা)

(৮০)

মধ্যমান

কে নাচে সমরে বামা তিমিরবরণী
শনিত সায়রে যেন ভাসিতেছে নীল নলিনী॥

৪

ঘূর্ণিত লোচনী, ত্রিনয়নী দিগম্বরী
পদভরে ধরা ধর অধরা ধরণী
তাই ভেবে শ্রীচরণে পড়ে আছেন শূলপানি

(৮১)

একতালা

শিবের তুল্য জামাই আছে কার।
তুমি জান না শিখরী কত পুণ্য করি,
শিবকে দান দিলাম প্রাণের কুমারী
এমন আমার গৌরী রাজরাজশ্বরী
কাশীধামে চমৎকার ॥
আর কি শঙ্কর আমার আছেন শ্মশানবাসী
দেখবে চল রাণী শিবের স্বর্ণকাশী
কাশীর কথা কি আর এক মুখে প্রকাশি
শতমুখে কওয়া ভার ॥

(৮২)

ডিমেকাওয়ালি

মা দয়াময়ী কে বলে তোমারে।
জানি জানি মা পাষাণের মেয়ে পাষাণ তোমার হিয়ে।

দিয়েছ ঐ রাঙ্গাপদ হরহৃদিপরে ॥
জানি ২ মা তোর সৌজন্যতা, ভক্তের প্রতি তাচ্ছিল্য করে
শত্রুভাবে মিত্র করে, চরণ দিলি মহিষাসুর শিরে।
ও তুই কালকেতুর বন্ধন ভয়ে ধন দিলি তার ঘরে বয়ে,
গজের মুণ্ড দিলি গণেশেরে ॥
আমি তারা তারা বলে তারা ধনপ্রাণে হলাম সারা
দুঃখের ভরা দিয়ে তারা, আমায় রাখিলি ভব ঘোরে।
জানি জানি গো মা মহামায়া ভক্তের প্রতি যেমন দয়া
পূর্ব্বে ছিলি রাবণ মন্দিরে (ও তুই)
তেমন প্রিয়ভক্ত দশাননে বধিলি প্রাণে
সাপক্ষ্যতা হয়ে রামের বিপক্ষ্য নাশিলে মা ॥

(৮৩)

একতালা

রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়
এসব অনিত্য কুপুত্র, অন্তে কে হয় মিত্র বিচিত্র দশরথের
পুত্র মাত্র
যাঁর নামে শ্রবণ মাত্র ত্রিনেত্র পবিত্রযুক্ত রবি পুত্র দূরে যায় ॥
ধন্য দশরথ শ্রীরাম ধনে ধনী ধন্য সে কৌশল্যা রত্নগর্ভা রাণী
যাঁর গর্ভে জন্মেন, জগৎ চিন্তামণি এই সুরধনী যাঁর পায় ॥

(৮২)

সাহানা—ঝাঁপতাল

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।
সুধা পানে ঢল ঢল কিন্তু ঢলে পড়ে না॥
বিপরীত রতাতুরা পদতলে যেন মরা
উভয়ে পাগলের পরা লজ্জা ভয়ত মানে না॥

(৮৫)

আড়াঠেকা

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিনী
প্রসুপ্ত ভুজগাকার আধার পদ্মবাসিনী॥
ত্রিকোন জলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু
মূলধার ত্যজ শিবে স্বয়ম্ভু শিব বেষ্টনী॥
(ওমা) গচ্ছ সুষুম্নার পথ, স্বাধিষ্ঠান হও অতীত
মনিপুর অনাহত বিশুদ্ধাজ্ঞা সঞ্চারিণী॥
শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে।
ক্রীড়া কর কুতূহলে, সচ্চিদানন্দ দায়িনী॥

(৮৬)

আড়াঠেকা

কে জানে তোমার মায়া ওহে শ্রীহরি
প্রকৃতি পুরুষ হও কভু ত্রিপুরারি ॥
কভু ব্যাঘ্র ছাল পর, কভুবা মুরলী ধর
কভুবা হও নর হর, রণস্থলে দিগম্বরী
তব মায়ায় বদ্ধ বলি, ত্রিপাদভূমি দিব বলি,
ছলনা করিয়ে ছলি, পাঠাইলে নাগপুরি।
জয় বলে রামা রাম কেবল আকার ভেদ নাম,
যেই শ্যামা সেই শ্যাম ভাব মন ঐক্য করি ॥

(৮৭)

ঝাঁপতাল

যখন যেরূপে কালী রাখিবে আমারে
সেই সে মঙ্গল যদি ভুলি না তোমারে ॥
বিভূতি ভূষণ কি রতন মনিকাঞ্চন তরুতলে বাস
কি রতন সিংহাসন পরে ॥

(৮৮)

আড়খেমটা

ভাবছ কি মন বসে বসে
অনুরাগ নইলে কি চাঁদ গৌর এসে ॥
আজন্মটা ঝাঁট দিলি না, চামচিকে এগার জনা,
তারা করলে থানা, মন্দিরে মাধব নাইরে
পদো তুই শাঁক ফুঁকে গোল করলি শেষে ॥

(৮৯)

আড়খেমটা

ব্রজের মাখন চোর কে কানাই নাম ঘুচালে তোর।
ষড় ঐশ্বর্য্য তেজ্য করে, কেন পরেছো কপিন ডোর ॥
(কি অভাবে রে কানাই)
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গ পুলকে পুর্ণিত অঙ্গ
সঙ্গে লয়ে সাঙ্গ পাঙ্গ হরিনামে হয়ে বিভোর
(একি ভাবরে কানাই)
কোথা রে তোর পীতধড়া কে নিল তোর মোহন চূড়া
নদে এসে নেড়া মুড়া ভাবে প্রেমে ভারি মোর ॥

(৯০)

ওমা বড় বিপদ হলো ব্রহ্মময়ী বুঝি
রইতে নারিলাম দেশে।
চৌদ্দ পোয়া জমিনখানা তাতে পড়লো নটা হানা মা
চাপ দিসত (মাগো আমি) রয়না তাত
বিষম স্রোতে যায় মা ভেসে।

(৯১)

গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করোনা।
ও দুটি চরণ বিনে আমার মন অন্য কিছু আর জানেনা ॥
তপন তনয় আমায় মন্দ কয় কি বলিব তায় বল না।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে মনে ছিল এই বাসনা
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো
জানিনা ॥
অহরহনিশি শ্রীদুর্গা নামে ভাসি তবু দুঃখ রাশি গেল না।
এবার যদি মরি ও হর সুন্দরী, তোর দুর্গা নাম আর কেউ
লবে না ॥

(৯২)

শ্রীদুর্গা নাম ভুলনা রে মন ভুলনা ভুলনা।
শ্রীদুর্গা স্মরণে সমুদ্র মন্থনে বিষপানে বিশ্বনাথ মলোনা॥
যদিচ কখন বিপদ ঘটে, শ্রীদুর্গা স্মরণ করিও সঙ্কটে,
তারায় দিয়ে ভার, সুরথ রাজার লক্ষ অসিঘাতেও প্রাণ গেল না॥
বিভুনামে এক রাজার ছেলে যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা বলে
আসিবার কালে সমুদ্রের জলে ডুবেছিল কিন্তু প্রাণ গেল না॥

(৯৩)

সদানন্দময়ী কালী (মহাকালের মনমোহিনী)
তুমি আপন মুখে আপনি নাচ মা আপনি দাও মা করতালী।
আদিভুতা সনাতনী শূন্যরূপা শশিভালি,
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন (তুই) মুণ্ডমালা কোথায় পেলি!
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি
যেমন করাও তেমনি করি, মা যেমন বলাও তেমনি বলি।
নির্গুণে কমলাকান্ত দিয়ে বলে মা গালাগালি।
সর্ব্বনাশী ধরে অসি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো খেলি!

(৯৪)

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
শ্যামাপদ নীলকমলে, কালীপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হ'লো' কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণকাল ভ্রমরকাল, কালোর কাল মিশে গেল,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলকান্তের মনে, আশাপূর্ণ এত দিনে
(তায়) সুখ দুখ সমান হ'ল আনন্দ-সাগর উথলে॥

রামলালদাদা সঙ্গীত

(৯৫)

আড়াঠেকা

(আমার কি) এমন দিন কি হবে।
কালের মুখে দিয়ে কালি, অঙ্গে কালী মিশাইবে॥
পতিত পাবনী তারা কালী কাল ভয়হরা (মা)
তুমি না তারিলে তারা, স্বনামে কলঙ্ক রবে॥

(৯৬)

একতালা

তুমি দয়াময় পতিত পাবন।
ভক্তের জীবন ধন, ওহে হৃদয় বিহারী অন্তর্য্যামী হরি;
বাঞ্ছা-কল্পতরু দরিদ্র ভঞ্জন॥
হয়ে নিরুপায় যে জন তোমারে
ডাকে প্রাণপণে ব্যাকুল অন্তরে,
দাও পদাশ্রয় (ওহে দয়াময়) অভয় তাহারে (তুমি)
লও কোলে করে জননী যেমন॥
যুগে যুগে বিধি করিয়ে প্রচার, ভক্তসঙ্গে কত করিলে বিহার;
তরাইলে কত (ওহে) পাপি দুরাচার
তুমি কাহারেও বঞ্চিত করনা কখন॥

(৯৭)

তেয়টা

একবার ডাক মন জয় রাধে রাধে বলে।
রসনা সময় পাবে না, দেখ আদ্যাশক্তি রাধা,
কাশীতে অন্নদা, তাইতে অন্নপূর্ণা বলে সকলে॥
দেখ অমূল্য রাধার নাম, চূড়ায় রেখেছেন শ্যাম,
কৃষ্ট যে নামে বাজাল বাঁশী গোকুলে॥ (রাধা বলে)

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

(২৮)

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল

হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি
ওহে ভক্ত প্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধাসতী ॥
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে হে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতি ॥
আমায় ধর ধর হে জনার্দ্দন, পাপভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংসারে, ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মন ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠ পুরাও ইষ্ট এই মিনতি ॥
(আমার) প্রেমরূপ যমুনার কূলে আশা বংশী বটমূলে,
স্বদাস ভাবে সদয় ভেবে সঙ্গত কর বসতি ॥
যদি বল রাখাল প্রেমে, বন্দি থাকি ব্রজধামে,
না হয় জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথী ॥

(২৯)

ঝাঁপতাল

কেরে কাল কামিনী কাল
কাল রূপিণী এলো রে রণমাঝে।
সঙ্গেতে যোগিনী সমরে, শমন সম, সমরে সাজে ॥

কিবা নব ষোড়শী, মুক্তকেশী, ইন্দুমুখে বিন্দু হাসি
বাম করেতে ধরে অসি (সুরাসুর মাঝে)
আহা যাইরে রূপের বালাই যাইরে | আঁখর
মরি এমন রূপ কভু দেখি নাইরে | "
অর্দ্ধশশী ভালে বিরাজে ॥
লজ্জা ভয় ত্যাজ্জ করে, সজ্জা শিব হৃদি পরে,
দিগম্বরী কি দারুণ দম্ভ করে দনুজ মাঝে ॥

(১০০)

আড়কয়ালি

হরি কে জানে হে তব তত্ব নিরূপণ ;
অদ্ভুত অপরূপ রূপ কর ধারণ ॥
কে জানে তব মায়া অনন্ত অন্ত তয়া ;
বিশ্বরূপ বিশ্বমায়া, ভুলালে বিশ্বজন
সত্য যুগেতে হরি ; দৈত্যাদি সংহারি
করিলে দেব দেবীগণের পালন ।
ভূভার-হরণ জন্য, হইলে ব্রহ্ম বামন ॥
ত্রেতায় রাম অবতারে, অহল্যা পাষাণীরে
মুক্ত করিলে তারে দিয়ে শ্রীচরণ ॥
কৃপা সিন্ধু, সিন্ধু জলে রামনামে ভাসালে শিলে,
স্বপত্নী উদ্ধারিলে বধিয়ে দশানন ॥

দ্বাপরে বৃন্দাবনে, গোচারণ বনে বনে,
ভুলালে বাঁশীর গানে, গোপ গোপীর মন ॥
সেখানে নানা কেলি, আয়ানের মন ছলি
হইলে কৃষ্ণকালী, ভুলালে বৃন্দাবন ॥
কলিতে কল্পতরু চৈতন্য জগত গুরু
হরি নাম করিলে বিতরণ
গয়ায় দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম জগৎ করিলে বাধ্য
অসাধ্য দাসে জন, ভবাব্ধি নিস্তারন ॥

(১০১)

একতালা

হরি নাম লইতে অলস করোনা,
রসনা যা হবার তাই হবে রে ।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে) না আর পাবে,
ঐহিকের সুখ হল না বলিয়ে কি মন
ঢেউ দেখে না ডুবারে ॥
রাখ রাখ এ নাম হৃদয়েতে ধরি
অনায়াসে পার হবে ভববারি,
স্বচেতনে থেকো (দেখো মন আমার)
হরি বলে ডেকো এ তনু যাইবে যবে রে ॥

(১০২)

একতালা

নিমাই কোন প্রাণে আমায় ছেড়ে
হবি সর্ব্বত্যাগী উদাসীন বৈরাগী
ও তোর নিদারুণ কথা শুনে প্রাণ বিদরে ॥
একে বিশ্বরূপের বিরহ অনলে
দিবানিশি আমার শোকে অঙ্গজ্বলে ;
তোর মুখ চেয়ে আছি ভূমণ্ডলে
তুই গেলে সন্ন্যাসে বাঁচবো কেমন করে। (ও বাপ তুই···)
বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া বল কোথায় রবে,
সোনার সংসার আমার ছারখার হবে
অনাথিনী মায়ে পাথারে ভাসায়ে
এখন যেওনারে বাপ বলি হাত ধরে ॥

(১০৩)

কাশ্মিরী—খেমটা

পিতা গো আমায় আর বলো না
বোলনা গো পিতা আর সহেনা।
নারদের মন্ত্রণাতে ব্রতি হও এ যজ্ঞেতে
চিন্‌লেনা কাশীনাথে কাশীতে মরবে জাননা ॥

শিব রহিত যজ্ঞ করা মৌচাকে ঢেলা মারা ;
হরিতালের ভিতরে পারা, চক্ষু থাকতে হলে কানা।
যদি শিব ভাঙ্গড় ভোলা তবু আমার গলার মালা
সার করেছি বিল্বতলা চাইনা তোমার বালাখানা ॥

(১০৪)

বাউল—একতালা

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব তার পাই না বেদ পুরাণে ॥
তুমি আছ সর্ব্ব ঠাঁই শাস্ত্রে শুনতে পাই।
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে
তুমি হবে কেউ আমার (হরি হে) আপনার হতেও আপনার
আপনার না হলে মন কি টানে তোমার পানে
তুমি জনক কি জননী ভাই কি ভগিনী,
হৃদয় বন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যা—॥
আছে স্বজন পরিজন (হরি হে···)
দারা সুতধন তুলনা না হও কারো সনে ॥

(১০৫)

মধ্যমান

অন্তে যেন ঐ চরণ পাই।
গঙ্গে মা প্রবঞ্চনা কর যদি শিবের দোহাই॥
শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি তোমারে সাধি।
পাষাণ নন্দিনী বলে তাইতে ডরাই॥

(১০৬)

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল

নব নীরদ বর্ণ কিসে গণ্য কি শ্যাম চাঁদরূপ হেরে।
করেতে বাঁশী, অধরে হাসি রূপে ভুবন আলো করে॥
জড়িত পীত বসন জিনি, তড়িত করে ঝলমল ;
আন্দোলিত চরণ বধি, হৃদি সরোজে বনমাল
নিতে যুবতী জাতিকুল আলো করে যমুনা কুল
নন্দকুল চন্দ্র কত চন্দ্র জিনি বিহরে রে॥
শ্যাম গুণধাম পশি হায় হৃদি মন্দিরে
মান, মন, জ্ঞান সখি হরে নিল বাঁশীস্বরে॥
গঙ্গানারায়ণে বলে বোলে কি জানাব বলে
জানতে যদি যেতে সখি যমুনাতে জল আনিবারে॥

(১০৭)

বাউল—খেমটা

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার থাকে না ভাই আত্মপর॥
প্রেমিক এমনি রত্নধন, কিছু নাইকো তার মতন
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যেজন
ও সে হাস্যমুখে সদাই থাকে হৃদয় জুড়ে সুধাকর॥
প্রেমিক চায় নাক জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
(ভাবে) হৃদয় হয় না পূর্ণ রটালে অখ্যাতি
ও তার হস্তগত স্বর্গের চাবি থাকবে কেন অন্য ডর॥
প্রেমিকের চালটা বেয়াড়া কিছু বেদবিধি ছাড়া,
আঁধার কোলে চাঁদ গেলেও তার মুখে নাই সাড়া,
ও সে চৌদ্দভুবন ধ্বংস হলেও আসমানেতে বানায় ঘর॥

(১০৮)

ঝাঁপতাল

কেরে শ্বেত সরসীরূপ পরে (২)।
বিহরে বীণা বাস করে কেনব নিতম্বিনী
ত্রিভঙ্গ শিখি পুচ্ছ শিরে॥
শিরে নব চাঁচর বেণী মদন বিষধর ফণী,

হেরি দামিনী, ফুল কামিনী লাজে লুকায় জলধরে।
দশখণ্ড দ্বিজ রাজ শোভিত দশ নখরে
হেম নপূর তদুপরি ত্রিপুরারি শরণ করে,
আহা মরি কি পরিপাটি মুঠিতে ধরা যায় কোটী
শরমে হেরি বুক ফাটি ভয়ে পলাল বন ভিতরে।
তিলক কুসুম গর্ব্বনাসা, নাসা তায় বেসর দোলে
নয়নমৃগ নয়ন জিনি সুচারু ভুরু অধতলে;
এ বনিতে অবনীতলে, না দেখিশুনি কোন কালে
গঙ্গা নারায়ণের হৃদকমলে ও কামিনী বিহরে॥

(১০৯)

নামেরই ভরসা কেবল শ্যামাগো তোমার। (কালী গো)
কাজ কি আমার কোশা কুশি দেঁতোর হাসি লোকাচার॥
যা হয় নামেতে হবে, মিছে কেন মরি ভেবে
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবেরই বচন সার।
নামেতে কাল পাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে;
আমি তো সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার
নরেশচন্দ্রের এই উক্তি, নামেতে যার আছে ভক্তি
শুনেছি শিবের উক্তি, মুক্তি করতলে তার॥

(১১০)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন—স্থরেন মজুমদার কৃত (ভ্রাতুষ্পুত্র)

শ্যামল সুন্দর, রূপ মনোহর
কে তুমি হৃদয় মাঝে।
নীল শতদল, শ্রীপদ যুগল ;
নখরে চাঁদ বিরাজে॥
চরণে চরণ করিয়ে স্থাপন,
দাঁড়ায়ে ললিত ঠামে।
কিবা ক্ষীণ কোটী পরাপিত বটী
ঈষদ হেলায়ে বামে॥
বক্ষ সুবিশাল, তাহে বনমাল,
দুলিছে মৃদুল দোলে।
হেরি সে দোলন, নয়ন রঞ্জন
ভকত মানস ভোলে॥
ললিত বর্ত্তুল, কিবা বাহুমূল
শ্রীকরে মোহন বাঁশি॥
মুনি মনলোভা, নীলকণ্ঠ কিবা,
অধরে মধুর হাসি॥
নাসা সুশোভন, তিলক রঞ্জন,
মুকুতা নোলক তায়।
কিবা মনোহর, কাঁপে থর থর ;
নাসার মৃদুল বায়॥

খঞ্জন গঞ্জন, নয়ন রঞ্জন,
বঙ্কিম মোহন ছাঁদে।
পলক বিলাসে, চপলা প্রকাশে,
ভ্রূ পাশে মদন কাঁদে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল, করে ঝলমল,
কি শোভা হয়েছে তায়।
রক্ত গণ্ডস্থল, আভা সমুজ্জ্বল
রক্তিম প্রবাল প্রায় ॥
অর্দ্ধ কলেবর, নীল শশধর,
নিটোল ললাট হেন।
অলকা চঞ্চল, মেঘ শিশুদল,
পবনে খেলিছে যেন ॥
চাঁচর চিকুর, বিনায়ে প্রচুর,
কে বাঁধিল চূড়া হেলা।
শিখি পুচ্ছতায়, কিবা শোভা পায়,
পবনে করিছে খেলা ॥
পলকে হেরিয়ে, জুড়াইল হিয়ে
কিরূপ মাধুরীমরি।
দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত, সুরাগ রঞ্জিত
ও পদ হৃদয় ধরি ॥

(১১১)

একতালা

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেমবহে শতধারে।
গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু ধুলাতে লোটায়, নয়ন জলে ভাসেরে
কাঁদেন আর বলেন হরি, স্বর্গ-মর্ত্ত ভেদকরি, সিংহরবেরে
আবার দন্ত তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, যাচ্ছেন দাস্য ভক্তি যাবেন দ্বারে দ্বারে
কিবা মুড়ায়ে চাঁচরকেশ, হয়েছেন যোগীর বেশ
দেখে ভক্তি ভাবাবেশ প্রাণ কেঁদে ওঠেরে;
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে প্রেম বিলাতেরে
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, চৈতন্য চরণে দাস হয়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে॥

(১১২)

আড়খেমটা—মতিরায় কৃত

মমতুল্য এ ত্রিজগতে কে আছে পুণ্যবান।
দারাসহ দ্বারে বসি সদাই আছেন ভগবান॥
জগতে যাঁর চিন্তা করে, সে আমারে চিন্তা করে, সীতারি তরে
আমারে বধিকার তরে করে ধরেন ধনুর্বান॥

(১১৩)

ঝাঁপতাল

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং ক্রিয়ে।
কমলা সেবিত চরণ, আজ কমলে নীল কমল দিয়ে॥
কোটী জন্মার্জিত পুণ্য বুঝি ছিল মম পরিপূর্ণ
ওহে পূর্ণব্রহ্ম সাধপূর্ণ, করিলে তল্লাগিয়ে।
ধন্য ধন্যহং ধন্যমে আঁখি, বামাক্ষে রামরূপ দেখি।
অপরক্ষে ধন্যহেরি, মা জানকী রামপ্রিয়ে॥

(১১৪)

একতালা

ওহে শিখরী জামাই নাই ভিখারী।
এখন শিবের স্বর্ণপুরী
সে যে রত্নময়ী কাশী (দেখে এলাম) তাতে উমাশশী
অন্নপূর্ণা নাম রাজ রাজেশ্বরী॥
শিবের সাধের কাশিধাম, কেবল মোক্ষধাম
পূর্ব্বদিকে গঙ্গা সুরেশ্বরী॥
কিবা রত্নকাশি, কাশির উপমা নাই তার ত্রিজগতে
কিবা শিবের রত্নকাশি ;
সোনার কাশি তেজ্য করে আসবেন শঙ্করী॥

পাদটীকা—ঠাকুরের আদেশে ভূষণমালা দ্বারা গীত ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারা লিখিত।

(১১৫)

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকানন চারী।
মাধব মন মোহন ২ মুরলী ধারী॥
(হরিবোল ৩ মন আমার)
ব্রজকিশোর, কালীয়হর, কাতর ভয়-ভঞ্জন
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখি পাখা, রাধিকাহৃদি রঞ্জন।
গোবর্দ্ধন ধারণ, বনকুসুম ভূষণ দামোদর কংসদর্পহারী
শ্যাম রাস রসবিহারী (হরিবোল ৩)

(১১৬)

ঢিমে তেতালা

কালী এরূপে আর গত হবে কত কাল।
কি সকাল কি বিকাল ওমা কালদণ্ড লয়ে কাল
নাহি মানে কালকাল সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে চিরকাল॥
জননী জঠরে ছিলাম যতকাল আশা ছিল ভবে এসে
সাধনে কাটাব কাল।

প্রতিবাদী হলো তাতে রিপুকাল;
অজ্ঞান বিফলে গেল বাল্যকাল।
ওমা যুবাকালে যুবতী সঙ্গে কাল কাটালাম
রসরঙ্গে, জরায় পীড়িত শেষে বৃদ্ধকাল॥

(১১৭)

একতালা

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে নমো বামনরূপধারী।
গোপীগণ-মনোমোহন, মোহন মুরলী-ধারী॥
মুঞ্জকুঞ্জচারী জয় রাধে শ্রীরাধে (২)
ব্রজ বালক সঙ্গ মদনমান ভঙ্গ, উন্মাদিনী ব্রজকামিনী
উন্মাদ তরঙ্গ,
দৈত্য-ছলন নারায়ণ সুরগণ-ভয়হারী ;
ব্রজবিহারী গোপনারী মানভিখারী
জয়রাধে শ্রীরাধে (২)

(১১৮)

পোস্তা

বল দেখি মা তোরা আমার কি সুখের ঘরকন্না।
বৎসরান্তে আসেন গৌরী তিনটি দিন বই রন্‌না॥
সপ্তমীতে অধিষ্ঠান অষ্টমীতে পূজা খান,
নবমীতে নবধারা দশমীতে কান্না॥

(১১৯)

খাম্বাজ

জানি না কি বলে ডাকি তোরে।
কখন শঙ্কর বাসে, কভু হর হৃদিপরে॥
কখন বিশ্বরূপিণী কভু শ্যামা উলঙ্গিনী
কভু শ্যামা সোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে
যে যা বলে শুনিবনা ; মা নামের নাই তুলনা
তাই ডাকি বলে শ্যামা তোমার অভয় চরণ পাবার তরে॥

(১২০)

ব্রহ্মসংগীত

অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি।
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা ;
গাওয়ে জীব জন্তু যত যে আছ যেখানে,
জগৎ পুরবাসী গাও অনুরাগে
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথী ;
ডাক নাথ নাথ বলে প্রাণ হামারি।

(১২১)

পোস্তা

শ্যামা একবার নেবে দাঁড়া
ওমা ভাঙ্গলে বুড়োর পাঁজরাকাঠি।
আবার শিব মলে অনাথ হবে কার্ত্তিক গণেশ ছোকরা দুটি॥
যে দেখি তোর নাচনের জোর, ওমা নেচে ভাংলি শিবের পাঁজর
ওমা বিষখেকোর আর নাইকো সে জোর
সাধে কি মুদেছে আঁখি॥

(১২২)

কীর্ত্তন—একতালা

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন॥
শ্রীরূপ সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীগোপাল, ভট্টদাস
রঘুনাথ।
এই ছয় গোঁসায়ের কর চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে করিলেন বাস
রাধা কৃষ্ট নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ

এই ছয় গোঁসায়ের দাসের অনুদাস
সেবা অভিলাষ মাগে নরত্তম দাস ॥

(১২৩)

বাউল

তরু বলরে তরু বলরে কে তোরে সাজালে দিয়ে পত্রপুষ্পফলরে
ছিলি এক বালির মত, হলি তায় হস্ত শত,
কাণ্ড প্রকাণ্ড কত, কার কৃত কৌশল রে ॥
ওরে বলরে তরু কারুদ্দেশে, গগন ভেদ করে যাস উর্দ্ধদেশে
হলি সংসারে এসে কার প্রেমে (ওরে তরু কার প্রেমে) অটল রে
অনিলের সঙ্গে মিলে, নিরন্তর হেলে দুলে, কার গুণ
গাসরে ভিলে, স্বরে হই শীতল রে ॥
কেন ত্যেজ করে ভোগবাসনা, তরু বল বলরে
তরু করিসরে কার উপাসনা, কি জন্য যোগীজনা,
সার করে তোর তল (ওরে তরু) সার করে তোর তলরে ॥
এমন শীত উষ্ণ সয়ে নিরন্তর খাড়া হয়ে
কি ভাবিস নীরব হয়ে ভাব দেখি বিহ্বল রে ॥
কেন দেখতে পাইরে প্রভাত হলে
ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন জলে
না জেনে লোক বলে শিশির পড়া (ওরে তরু)
শিশির পড়া জলরে ॥

(১২৪)

বিভাস—একতালা

কি করলে হে কান্ত ! অবলার প্রাণ কান্ত
হয়না শান্ত এ প্রাণ অন্ত বিনে।
হয়ে কর্ত্তা কনকরাজ্যে, আজ যে ধরা শয্যে
দেখে তোমার ভার্য্যে ধৈর্য্য হয় কেমনে ?
ও যার যম করে দাসত্ব, এমনি অধিপত্য,
স্বর্গ মর্ত্ত্য মাঝে কারু দেখি নে :—
ইন্দ্র আদির ঠাকুরাণী, আজ যে তোমার রাণী,
কাঙ্গালিনী এখন হই ভুবনে ॥
সে যে নবীন জটাধারী, বিপিন বিহারী
সব হারালে তার মনুষ্য জ্ঞানে !
ও যাঁর পদ অভিলাষী, ঈশান শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা অভিলাষী সেই রতনে—
কিছুই মানলে না হে মহারাজ, শুনেছিলে তাও তো
পাষাণ মানবী সেই রাম-চরণে ॥

স্বামী বিবেকানন্দ গান

(১২৫)

বাহার—একতালা

দেখিলে তোমায় সেই অতুল প্রেম আননে
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে
ভকতহৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা তোমার প্রেম হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে
উথলে হৃদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারি যে?
ভয়ে করুণাময়, জয় করুণাময় তোমার প্রেম গাইয়ে
যায় যদি যাক প্রাণ তোমার কর্ম্মসাধনে।

(১২৬)

হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে।
একবার লটহ অবনীতল, হরি হরি বলে কাঁদরে
(গতি কর কর বলে)
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাওরে।
নাচ হরি বলে দুবাহু তুলে হরিনাম বিলাওরে।

(লোকের দ্বারে দ্বারে) হরি প্রেমানন্দ রসে অনুদিন ভাসরে
গাও হরিনাম হও পূর্ণকাম নীচ বাসনা নাশরে রে ॥

(১২৭)

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল

গগনময় থাল রবিচন্দ্র দ্বীপক বনে, তারকামণ্ডল মোতিরে ।
ধূপমলয়ানিল, পবন চৌরি করে, সকল বন রাই ফুলন্ত জ্যোতিরে
ক্যায়াসে আরতি হোবে, ভবখণ্ডণ তেরি আরতি
অনাহত শব্‌দ বাজন্ত ভেরী রে ॥
সহস তব নয়ন নন নয়ন হ্যায় তোহেকে, সহস মূরতি নন এক তুঁহি
সহস তব পদ বিমল নন একপদগন্ধ, বিন সহস তব গন্ধ এব চলিত মাহি ।
সবমে জ্যোতমে জ্যোতিহি সোঙ্গ ;
তিসকো চনিনে সর্ব্বমে চাননা হোঙ্গ
গুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রগট হো, যো তিস ভাবে সো আরতি হোঙ্গ
হরিচরণ-কমল-মকরন্দ লোভিত মন, অনুদিন মোহেয়া পিয়াসা
কৃপাজল দেও নানক-সারঙ্গ কো হো যায়ে তেরে নাম বাসা ।

(১২৮)

কাফি সিন্ধু—ঝাঁপতাল

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে ।
আর কেহ নাই যে বিপদভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে ॥
এক তুমি অভয়পদ জগত সংসারে,
কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে ॥
করিয়ে দুঃখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনি মম আঁখি তব জ্যোতিঃ নেহারে ;
জীবন-সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনে,
তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে ॥

(১২৯)

আলাইয়া—ঝাঁপতাল

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা ।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা ॥
যেথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল নয়নে জলে ঢাল গো কিরণধারা ॥
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল কিনারা ॥
কখনও বিপথে যদি, ভ্রমতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা ॥

(১৩০)

চৌতাল

যোগেশ্বর যোগীবর যোজ্ঞেশ্বর জগদীশ্বর
যদুপতি জটাজুটধারী হরি হরি হরি হর হর হর ॥
জলধর জিনি বরণ ভাতি, রজত নির্মিত মোহন মূরতি
করে সুদর্শন, ত্রিশূলধারন পীতবসন বাঘাম্বর।
বনমালা, হাড়মালা, গলে দোলে চন্দনে চর্চ্চিত শশী শিশু ভালে
হেরে।
বামে শোভে গৌরী, কিশোর কিশোরী অপরূপ রূপ অকিঞ্চনে
হেরে।

(১৩১)

মল্লাট—ঝাঁপতাল

অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তর যামিনী,
কোলে করে আছ মোরে দিবস রজনী।
অধম সুতের প্রতি, কেন এত স্নেহ প্রীতি
প্রেমে আহা একেবারে যেন পাগলিনী ॥
কখন আদর করি, কখনো সবলে ধরি
পিয়াও অমৃত শুনাও মধুর কাহিনী
নিরবধি অধিকারে কত ভালবাস মোরে
উদ্ধারিছ বারে বারে পতিতোদ্ধারিণী ॥

বুঝেছি এবার সার মা আমার আমি যার
চলিব সুপথে সদা শুনি তব বাণী ॥
করি মাতৃস্তন্য পান, হব বীর বলরাম
আনন্দে গাহিব জয় ভক্তপ্রসবিনী ।

(১৩২)

ধানি মিশ্র—একতালা

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই ?
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই !
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই !
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন ?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন !
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর,
অধীর—অধীর যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই !
জানিনা কেবা, এসেছি কোথায়
কেন বা এসেছি, কেবা নিয়ে যায় ।
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, ওঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, এই আছে আর তখনি নাই !
কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল,

কে জানে কেমন, কি খেলা হ'ল ;—
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি ?
যাই—যাই কোথা ?—কূল কি নাই ?
কর হে চেতন,—কে আছ চেতন,
কতদিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?—
কে আছ চেতন, ঘুমা'ওনা আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ;
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,—
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়, তব পদে তাই শরণ চাই ॥

(১৩৩)

হে রাজ রাজেশ্বর দেখা দাও
করুণা ভিখারী আমি, করুণা নয়নে চাও ॥
চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ
সংসার অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও
কলুষ কলঙ্কে তাহে, আবরিত এ হৃদয়
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায় হয়ে আছি দয়াময়
মৃতসঞ্জীবনী দানে শোধন করিয়া লও ।

(১৩৪)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে রূপরাশি
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী ॥
অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে
চির শান্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি ॥
মহাকাল রূপ ধরি আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে ওমা কে তুমি গো একা বসি ॥
অভয়-পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী খেলে,
চিন্ময় মুখ মণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি ॥

(১৩৫)

ঝাঁপতাল

বাগবাদিনী মাতঃ ভবানী
নারায়ণী বুদ্ধি দেহি ॥
চরণ সরোজ পর কত চন্দ্র শোভত
যাচে অচলা ভক্তি চরণে তারিনী

(১৩৬)

কীর্ত্তন—একতালা

চিন্তয় মম মানসহরি চিদঘন নিরঞ্জন।
কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকত হৃদয়-রঞ্জন ॥
নব রাগে রঞ্জিত, কোটী শশী নিন্দিত।
কিবা বিজলী চমকে, সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন ॥
হৃদি কমলাসনে, ভাব তাঁরি চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে অপরূপ প্রিয়দর্শন
চিদানন্দ রসে ভক্তি যোগাবেশে হওরে চিরমগন ॥

(১৩৭)

মূলতান—একতালা

যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে
আছি নাথ, দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে ॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় 'এস হে মম হৃদয়ে।'
হৃদয় কুটীর দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥

(১৩৮)

সুরট-মল্লার—একতালা

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে ॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে।
সত্যপথে মন কর আরোহন, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ।
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে ॥
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোচন,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী সম দম দুইজনে ॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ সে পান্থনিবাসিগণে ;
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপনে দিও দোহাই রাজার,
সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥

(১৩৯)

গজল—ঠুংরী

তুঝসে হামনা দিলকো লাগায়া, যো কুছ হৈ সো তুহী হ্যায়।
এক তুঝ্‌কো আপনা পায়া, যো কুছ হৈ সো তূহী হ্যায় ॥
সবকে মকান দিলকা মকীন তূ, কৌন সা দিল হ্যায় জিসমে নহী তূ

হর এক দিলমে হ্যায় তূ সমায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুহী হ্যায় ॥
ক্যা মলায়ক্ ক্যা ইন্সান, ক্যা হিন্দু ক্যা মোসলমান
জৈসে চাহা তূণে বনায়া, যো কুছ হ্যায় সো তূহী হ্যায় ॥
কাবা মে ক্যা, ঔর দৈব মে ক্যা, তেরী পরস্তিশ হোগী সবঁজ্যা
আগে তেরে শির সবোঁণে ঝুকায়া, যো কুছ হ্যায় সো তূহী হ্যায় ॥
অর্শ সে লেকর ফর্শ জমীন্ তক্, ঔর জমীন সে অর্শ বরী তক্
যাঁহা মৈঁ দেখা তূহী নজর আয়া, যো কুছ হ্যায় সো তূহী হ্যায় ॥
সোচা সমঝা দেখা ভলা তূ য্যাসা ন কোই ঢুঁঢ় নিকালা
অবয়িহ্ সমঝ মে জাফর কী আয়া যো কুছ হ্যায় সো তূহী হ্যায় ॥

(১৪০)

সিন্ধু—একতালা

প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমারে দিবস রাত
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে
চন্দ্র সূর্য্য কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত ॥
সুখ-সম্পদে করিহে পান তব প্রসাদবারি।
দুঃখ-সঙ্কটে পরশ পাই তোমার মঙ্গল হাত ॥
জীবনে জ্বাল অমর দীপ তব অনন্ত আশা।
মরণ অন্তে হউক তোমারি চরণে সুপ্রভাত ॥
লহ লহ মোর সব আনন্দ সকল প্রীতি গীতি।
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ ॥

(১৪১)

কালেংড়া—একতালা

বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ যদি, পাই না কেন হে ডাকিয়া।
অন্ধ নয়ন হেরে না তোমারে, কে রেখেছে আঁখি ঢাকিয়া॥
খুলে দাও আঁখি মায়ার বন্ধন, ঢালিতে ভকতি কুসুম-চন্দন,
যেন শান্তি-সুধা লভে এ জীবন তোমার চরণ পূজিয়া॥
ডুবে যায় রবি নাহি আর বেলা, পারি না খেলিতে মিছে ধূলা খেলা,
লভিতে চরণ আকুল এ মন, দেখা দাও হৃদে আসিয়া॥

(১৪২)

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল

কবে তব দরশন হে প্রেমময় হরি।
কবে উথলিবে হৃদাকাশে চিদানন্দ লহরী॥
প্রাণ হবে পুলকিত, তনু হবে রোমাঞ্চিত,
কবে নিরখিব প্রাণ ভরি। (কবে হে হরি)
তোমার প্রেম মূরতি অনুপম মুখজ্যোতি
হেরে নয়নে বহিবে বারি॥ (কবে শ্রীহরি)

(১৪৩)

ঝাঁপতাল

কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই ।
কত লোকে কতই বলে, শুনে প্রাণে মরে যাই ॥
মায়ের প্রাণ কি ধৈর্য্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার এলে বলবো হরে উমা আমার ঘরে নাই ॥

(১৪৪)

বাউল—একতালা

হে নাথ ! তুমি সর্ব্বস্ব আমার ।
প্রাণাধার সারাৎসার নাহি তোমা বিনে
কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার ॥
তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্চর্য্য, জ্ঞান বুদ্ধিবল
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল
আত্মীয় বন্ধু পরিবার ॥
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম
তুমি শাস্ত্রবিধি, গুরু কল্পতরু
অনন্ত সুখের আধার ॥
তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টাপাতা তুমি হে উপাস্য
দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা
ভবার্ণবে কর্ণধার ॥

(১৪৫)

কীর্ত্তন—একতালা

সত্যং শিব সুন্দর রূপভাতি হৃদিমন্দিরে
কবে নিরখি ২ অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে ॥
(সেদিন কবে বা হবে)
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ ২ চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণসখা, সফল করিয়ে জীবন
এখন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ ভোগ জীবনে

(১৪৬)

আমার মা ত্বং হি তারা
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি মা ও দীনদয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুখঃহরা
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি অকুলের ত্রাণকর্ত্রী সদাশিবের মনোহরা।
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আদ্যমূলে গো মা
আছ ধর্ম্মঘটে অর্ঘ্যপুটে সাকার আকার নিরাকারা।

(১৪৭)

যৎ

দীন দয়াময়, এ দীন তোমারি ।
মঙ্গল-দাতা, পাপ-পরিত্রাতা অকুল কাণ্ডারি ॥
আসি যথা তথা রই, সাধু বা অসাধু হই
নহি প্রভু তোমা বই, আর কাহারো ভিখারী ॥
দুঃখ তাপ ভারে, হৃদয় বিদরে ডাকি বারে বারে
এখন কোথা দুঃখহারী ।

(১৪৮)

জাগো জাগো সকলে এবে অমৃতের অধিকারী ।
নয়ন মেলিয়ে দেখ করুণা নিদান,
প্রেমময় মূরতি জনচিত্তহারী ॥
হৃদয় কপাট খুলি, দেখ যে যতনে প্রেমময় মূরতী পাপতাপহারী ॥
পূরব অরুণ জ্যোতি, মহিমা প্রচারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি ॥
ডাকরে নাথে বিমল প্রভাতে
পাইবে শান্তির বারি (ডাকলে) ॥

সমাপ্ত